ছাগল/ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

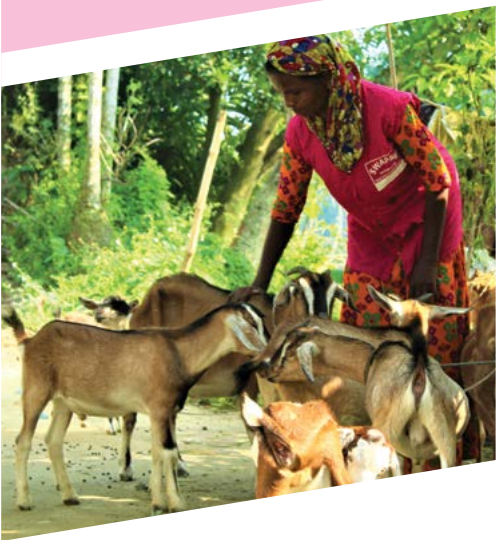

স্বপ্ন

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

marico
make a difference

Sweden
Sverige

UNDP

“স্বপ্ন প্রকল্পে” গ্রামীণ সরকারি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত
নারী কর্মীদের জন্য প্রণীত

ছাগল/ভেড়া পালন বিষয়ক
প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদকাল ঃ ৪ দিন

প্রস্তুতকরণ ঃ
স্বপ্ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউএনডিপি বাংলাদেশ, সিডা ও মারিকো বাংলাদেশ

ভূমিকা

স্ট্রেংদেনিং উইমেনস্ এবিলিটি ফর প্রোডাক্টিভ নিউ অপরচুনিটিস্ (স্বপ্ন) প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাংলাদেশের সাময়িক খাদ্য ঘাটতি প্রবণ, দারিদ্র্য পীড়িত এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ৩৫৬৪ জন নারী উপকারভোগীদের নিয়ে কাজ করছে। ইউএনডিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। স্বপ্ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমন্বিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগগুলো গ্রামীণ হত-দরিদ্র নারী ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তাদেরকে আকস্মিক বিপদাপন্নতা থেকে সুরক্ষা ও টেকসই জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করা।

স্বপ্ন প্রকল্পের নারী উপকারভোগীদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ইউএনডিপি বাংলাদেশ সরকারের কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) এর উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আইএলও এর কম্যুনিটি বেস্ড ট্রেনিং ফর রুরাল ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট (CB-TREE) পদ্ধতি অনুসরণে বাজার চাহিদা ও স্বপ্নের উপকারভোগীর প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে নারী উপকারভোগীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বপ্ন প্রকল্প বিভিন্ন কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগীদের টেকসই জীবনযাত্রার উন্নয়নের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন প্রকল্প উপকারভোগীদের পারিবারিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র আকারে এবং পর্যায়ক্রমে মাঝারি ও বড় আকারে বিভিন্ন ধরণের খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সম্পৃক্ত করে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য 'ছাগল/ভেড়া পালন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরির প্রয়াস গ্রহণ করেছে। এই সহায়িকাটিতে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতা এবং স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের ধারণ ক্ষমতা, বোধগম্যতা এবং প্রয়োজনীয়তাকে যথোচিত বিবেচনায় রেখে ৪ দিন ব্যাপ্তিকাল এর মডিউল টি প্রণীত হয়েছে। আশা করা যায় এই সহায়িকাটি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষকগণ 'ছাগল/ভেড়া পালন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবেন। যাতে করে অংশগ্রহণকারীগণ মনোযোগের সাথে শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

এ মডিউলটি অপরিবর্তনীয় নয়। এটি একজন প্রশিক্ষকের জন্য একটি গাইড মাত্র। সেশনের উদ্দেশ্যে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষক যে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করতে পারবেন।

আশা করছি এই সহায়িকাটি একজন প্রশিক্ষককে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করা সহ সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের জ্ঞান, ধারণা, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে।

এই মডিউলটি খসড়াকরণে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পরিচালিত Intregated Farm Management Component (IFMC) প্রকল্পের গবাদি পশু পালন বিষয়ক মডিউল এবং বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন কারিগরী প্রকাশনার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। খসড়া মডিউলটি যাচাই ও চূড়ান্তকরণে জেলা পর্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উন্নয়ন সংস্থা যেমন ESDO এবং GUK বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেয়া হয়েছে। আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই যারা মডিউলটি চূড়ান্ত করণে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই ডাঃ এস.এম. উকিল উদ্দিন, জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা - জামালপুর, মোঃ সাইদুর রহমান, জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা - লালমনিরহাট এবং ডাঃ মোঃ আব্দুস ছামাদ, জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা - গাইবান্ধা। আরও ধন্যবাদ দিতে চাই ডাঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট। এ ছাড়াও যে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন পর্যায় থেকে তাঁদের মূল্যবান সময় ও মেধা দিয়েছেন এবং মডিউলটির সঠিক বানানসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ নিশ্চিতকরণের জন্য স্বপ্ন প্রকল্পের যে সকল সহকর্মীবৃন্দ কাজ করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণের সার্বিক উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ পর্যায়ে দারিদ্র্যপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত নারীদের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে ছাগল/ভেড়া পালনের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করা। এর ফলে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের মাধ্যমে তারা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

এই কোর্সের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

এই কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- ছাগল/ভেড়া পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ছাগল/ভেড়া পালন করতে পারবেন;
- ছাগল/ভেড়ার জাত ও তার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন;
- ছাগল/ভেড়ার বাসস্থান নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ছাগল/ভেড়ার খাদ্য তালিকা সম্পর্কে জানতে এবং আদর্শ খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবেন;
- ছাগল/ভেড়ার রোগ বালাই ও তার প্রতিকারের উপায় গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- ছাগল/ভেড়ার বিভিন্ন রোগের টিকার ব্যবহার সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ছাগল/ভেড়া হতে অধিক বাচ্চা উৎপাদন ও মাংস বৃদ্ধির কৌশল সম্পর্কে শিখতে পারবেন;
- ছাগল/ভেড়া পালনের সম্ভাব্য বাজেট তৈরী করতে পারবেন;
- আয় ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে সক্ষম হবেন;
- ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সমূহ

প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মূল ভিত্তি হবে বয়স্ক শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ যা নির্ভর করবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপরঃ

- বক্তৃতা, প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা
- দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপন
- মুক্ত চিন্তার ঝড়
- মুক্ত আলোচনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- সফল খামারীদের সাথে আলোচনা ও খামার পরিদর্শন
- বাড়ি/খামারে গিয়ে হাতে-কলমে কাজ করা
- অনুশীলন

প্রশিক্ষণ উপকরণ

- প্রশিক্ষণ মডিউল
- হোয়াইট বোর্ড/ ব্লাক বোর্ড
- পোস্টার পেপার
- ফ্লিপচার্ট
- মার্কার পেন, হোয়াইট বোর্ড মার্কার
- খাতা, কলম, পেন্সিল ও ইরেজার
- ছবি/ পোস্টার (ছাগল-ভেড়া)
- নমুনা উপকরণ
- মাসকিন টেপ
- নেমকার্ড
- কাঁচি
- বোর্ড পিন

প্রশিক্ষণ পরিবেশ

- কোলাহল মুক্ত প্রশিক্ষণ কক্ষ
- আসন বিন্যাস ইউ আকৃতির হবে
- প্রশিক্ষণ কক্ষে কোন বাচ্চা না নিয়ে আসা
- নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রাখা
- পরিচ্ছন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা

প্রশিক্ষণ চলাকালে করোনা মহামারী প্রতিরোধ সংক্রান্ত আচরণ নির্দেশিকা

ক. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পূর্বশর্তসমূহ

১. প্রশিক্ষণে আগত সকল অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

২. জ্বর, সর্দি-কাশি, শ্বাস কষ্ট ও সর্বক্ষন হাঁচি দেওয়া কোন নারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩. অংশগ্রহণকারী নারী বা তার পরিবারের কোন সদস্যের যদি করোনা পরীক্ষা পজিটিভ হয় তিনি অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রশিক্ষণ চলাকালে কোন অংশগ্রহণকারী যদি অসুস্থ বোধ করে তাকে প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. অংশগ্রহণকারী নারীর পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা বন্ধু যদি গত একমাসের মধ্যে অন্য জেলা থেকে এসে তাদের বাড়িতে অবস্থান করে সে নারীকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করানো যাবে না।

খ. প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সুবিধাদি

১. U আকৃতিতে নীচের চিত্র অনুযায়ী একজন থেকে অন্যজন কমপক্ষে ৩.২ ফুট বা ১ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে মাটিতে ত্রিপল বিছিয়ে বা বেঞ্চে বসতে হবে।

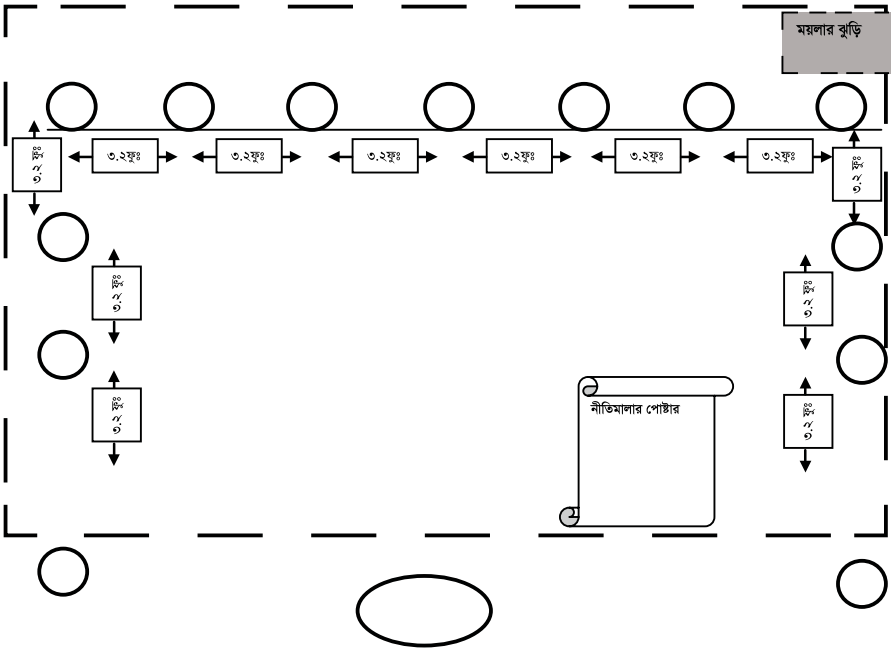

২. প্রশিক্ষণ স্থানে অবশ্যই হাত ধোয়ার জন্য সাবান ও পানির সুবিধা থাকতে হবে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রবেশের পূর্বে সাবান দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধুয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রবেশ করবে।

৩. স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে নীতিমালা শুরুতেই ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালে এমন কি দলীয় কাজ বা অভিনয়কালে সর্বদা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

অন্যান্য নীতিমালার সাথে নিম্নোক্ত স্বাস্থ্যবিধি যোগ করতে হবে

- প্রশিক্ষণ কক্ষে একে অন্যের কাছ থেকে সর্বদা ৩.২ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- হাঁচি দেয়ার সময় নাক হাতের কনুই দিয়ে চেপে রাখতে হবে
- পায়খানা থেকে আসার পর ও প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রবেশের পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- প্রশিক্ষণ কক্ষের মেঝেতে থুতু বা কফ ফেলা যাবে না।

৪. প্রশিক্ষণ কক্ষের ভিতরে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে তা শুধুমাত্র ময়লা ফেলার জন্য নির্ধারিত ঝুড়ি বা পাত্রে ফেলতে সকল অংশগ্রহণকারীকে বলতে হবে। প্রতিদিন প্রশিক্ষণ শেষে তা পরিষ্কার করতে হবে।

গ. নারীদের জন্য টয়লেট সুবিধা ও তা পরিষ্কার রাখা

১. নারী অংশগ্রহণকারীদের জন্য টয়লেট সর্বদা পরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য রাখতে হবে।

২. পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. টয়লেট ব্যবহারের পরে প্রচুর পরিমাণে পানি ঢালার জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে বলতে হবে যেন পরবর্তী জন তা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে পারেন।

৪. টয়লেট ব্যবহারের পরে ব্যবহারকারীকে অবশ্যই সাবান দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধুয়ে তারপর প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- প্রতিটি সেশনের পর প্রশ্নোত্তর এবং প্রতিবার্তা গ্রহণ
- পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন
- হাতে-কলমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন
- কোর্স শেষে প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণার্থীদের পারফরমেন্স টেস্ট

প্রশিক্ষকের যোগ্যতা

- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন
- বয়স্কদের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন
- অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন

প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহারের নিয়মাবলী

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো অংশগ্রহণমূলক ও জীবনধর্মী ঘনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বোধগম্য ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা প্রশিক্ষকের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য সহায়ক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করলে প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে শেষ করতে পারবেন:

- মডিউলটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন। এতে করে সহায়ক হিসেবে প্রশিক্ষণ চলাকালীন আপনার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সহজ হবে ।
- বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে ও সহায়ক প্রয়োজন এবং কার্যকারিতা অনুযায়ী অধিবেশনের সময় বাড়াতে বা কমাতে পারেন। তবে তা হতে হবে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ।
- আলোচনার শুরুতে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশিক্ষণ পরিবেশটি যেন অনানুষ্ঠানিক ও অংশগ্রহণমূলক (informal & participatory) হয়। তাতে করে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে সহজ হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক উপস্থিতি স্বাক্ষরের জন্য ফর্ম তৈরি রাখুন, এতে করে অংশগ্রহণকারীরা সময়মতো সেশনে উপস্থিত থাকার তাগিদ অনুভব করবে। সহায়ককে বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রদর্শন ও অনুশীলনের প্রতি বেশি মনোযোগী হতে হবে।
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা ব্যবহার করবেন সেসব সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখতে হবে।
- এ প্রশিক্ষণ পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষককে মনোযোগসহকারে প্রশিক্ষণ বিষয়ের প্রতিটি ধাপ এক এক করে ক্রমান্বয়ে পরিচালনা করতে হবে। তাই প্রশিক্ষককে আলোচ্য বিষয়ের কারিগরি ও তথ্যগত দিক সম্পর্কে ভালো ধারণা ও প্রস্তুতি রাখতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সহনশীল ও ধৈর্যশীল হতে হবে।
- সেশন পরিচালনার সময় আপনার পাঠ-পরিকল্পনা বা সেশন প্ল্যান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম গুছিয়ে নিন।
- প্রতিটি শিখন বিষয় বারবার আলোচনা, চর্চা বা অনুশীলন করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত রাখার জন্য মাঝে মাঝে ছোটখাটো বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারেন, প্রয়োজনে প্রশিক্ষককেই প্রথমে উদ্যোগ নিতে হবে।
- সহজ ভাষায় প্রশিক্ষণের টেকনিক্যাল টার্মগুলো বলুন। প্রয়োজনে বাংলায় টার্মগুলো লিখে দিন, যাতে তারা মনে রাখতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষণার্থীদের আঞ্চলিক ভাষায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন।
- "ছাগল/ভেড়া পালন" বিষয়ক প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় বিশেষ জোর দিন এবং আলোচনার পাশাপাশি বার বার অনুশীলন করান, যাতে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়।

প্রশিক্ষণ সূচী

সময় কাল ঃ ০৪ দিন (প্রতি দিন সকাল ৯:০০ঘটিকা-বিকাল ৫:০০ ঘটিকা)
সেশন সময়ঃ ৮ ঘন্টা/প্রতিদিন

দিন	সেশন নং	বিষয়	সময়
১ম দিন	০১	উদ্বোধন পরিচয় পর্ব রেজিষ্ট্রেশন জড়তা বিমোচন প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা যাচাই বা চাহিদা নিরূপণ প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী তৈরী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রাক-মূল্যায়ন	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
		বিরতি	৩০ মিনিট
	০২	ছাগল/ভেড়া পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
		পালনের জন্য ছাগল/ভেড়া নির্বাচন	
		ছাগল/ভেড়ার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	
		মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা
	০৩	গবাদি পশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
		বিরতি	৩০ মিনিট
		দিনের সেশনের পুনরালোচনা।	৩০ মিনিট
২য় দিন		গত দিনের সেশনের পুনরালোচনা।	৩০ মিনিট
	০৪	ছাগল/ভেড়ার জন্য ঘাস চাষ	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
		বিরতি	৩০ মিনিট
	০৫	ছাগী/ভেড়ীর যত্ন এবং দুগ্ধবতী ছাগী / ভেড়ীর যত্ন	২ ঘণ্টা
		মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা
	০৬	ছাগল/ভেড়ার বাচ্চা পালন ব্যবস্থাপনা	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
		বিরতি	৩০ মিনিট
		দিনের সেশনের পুনরালোচনা।	৩০ মিনিট
৩য় দিন		গত দিনের সেশনের পুনরালোচনা।	৩০ মিনিট
	০৭	ছাগল/ভেড়ার জৈব নিরাপত্তা ছাগল/ভেড়ার রোগ পরিচিতি - বালাইয়ের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার	২ ঘণ্টা
		বিরতি	৩০ মিনিট
	০৮	ছাগল/ভেড়ার বাজারজাতকরণ	১ ঘণ্টা
		মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা
	০৯	মাঠ পরিদর্শনের জন্য দল গঠন এবং পরিদর্শন নীতিমালা তৈরি করা	২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

দিন	সেশন নং	বিষয়	সময়
		পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শন এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন	
		দিনের সেশনের পুনরালোচনা।	৩০ মিনিট
৪র্থ দিন		গত ৩ দিনের সেশনের পুনরালোচনা।	১ ঘণ্টা
		বিরতি	৩০ মিনিট
	১০	পরিকল্পনা কি, পরিকল্পনা তৈরী ও উপস্থাপন ছাগল/ভেড়া উৎপাদন পরিকল্পনা (বাজার বিশ্লেষণ, কার্যক্রম পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণ)	২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
		মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাজের বিরতি	১ ঘণ্টা
		ছাগল/ভেড়া উৎপাদন পরিকল্পনা সেশনের পুনরালোচনা	১ ঘণ্টা
		বিরতি	৩০ মিনিট
	১১	প্রশিক্ষণ শিখন পর্যালোচনা, পারফরমেন্স টেষ্ট, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপ্তি সেশন	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সেশন পরিকল্পনাসমূহ

১ম দিন

সেশন-০১

বিষয়ঃ

- প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন
- জড়তা মুক্ত ও পরিচয় পর্ব
- প্রশিক্ষণ প্রাক্-মূল্যায়ন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য
- চলমান ব্যবসা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা নিরূপন।

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে জড়তা মুক্ত হবেন
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশে ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করতে সক্ষম হবেন

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ উপকরণঃ বোর্ড, মার্কার, পোস্টার, প্রশিক্ষণ মডিউল

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ ▪ অধিবেশনের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। পরিচয় পর্ব - পরিচয় জানার সময় যে বিষয়গুলো জানবেন তা হল নাম, পেশা, পরিবারে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা। ▪ উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা মহোদয় কে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করার জন্য আহবান করুন । ▪ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিন। ▪ প্রশিক্ষণার্থীদের সকলের মতামত নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে কি কি নিয়ম মেনে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন তা ঠিক করুন । ▪ প্রশিক্ষণ পূর্ব-মূল্যায়ন শিটের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। ▪ অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করে জানুন যে তারা এই প্রশিক্ষণ থেকে কি কি বিষয়ে জানতে চায়। ▪ অংশগ্রহণকারীদের চাহিদার সাথে মিল রেখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আলোচনা করুন। ▪ সবাইকে নিয়মিত আসার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে সেশন সম্পন্ন করুন।	উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

সেশন-০২

বিষয়ঃ

- ছাগল/ভেড়া পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা,
- পালনের জন্য ছাগল/ভেড়া নির্বাচন এবং
- ছাগল/ভেড়ার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ছাগল/ভেড়া পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন
- ছাগল/ভেড়া নির্বাচন এবং
- বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন

সময়ঃ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ উপকরণঃ ব্রাউন পেপার, পেপার, মার্কার, সাইনপেন, হার্ডবোর্ড, স্কেল ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ ▪ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে 'ইউ' আকৃতিতে বসিয়ে কুশলাদি বিনিময় করুন এবং ছাগল/ভেড়াপালন মডিউলের সেশনে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে সেশন শুরু করুন। ▪ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাগল/ভেড়াপালনের গুরুত্বসমূহ আলোচনা করে ম্যানিলা পেপারে লিপিবদ্ধ করুন এবং তাঁরা এই মডিউলে যে যে বিষয় জানতে চায় তা ম্যানিলা পেপারে লিপিবদ্ধ করুন। ▪ এরপর ছাগল/ভেড়াপালন মডিউলে কী কী আলোচনা হবে তা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ম্যানিলা পেপারে বাড়ি হতে পূর্বেই তৈরী করে নিয়ে আসুন। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশিত বিষয়সমূহের সাথে সম্পর্কিত কিনা তা আলোচনা করুন। লক্ষ্য করা যাবে যে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশার প্রায় সব ক'টি বিষয়ই মডিউলে অন্তর্ভুক্ত আছে। বিশেষ কোন বিষয় (মডিউলে নেই) বাদ পড়লে তাও সময়মত আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিন। ▪ এবার প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বলতে হবে আমরা এই মডিউলে প্রয়োজনীয় এই সব বিষয়গুলির ওপর আলোচনার ব্যবস্থা করব। তবে এ সব বিষয় এক বা দু'দিনে শেখা সম্ভব কিনা তাদের কাছে জানতে চান। তারাই বলবে এক বা দু'দিনে সম্ভব নয়। তখন জানিয়ে দিন, আপনারা ঠিকই বলেছেন আমরা এই মডিউলের সব বিষয়গুলি মোট ০৪ দিনে শিখব।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও দলীয় অনুশীলন
ধাপ-২ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে ছাগল/ভেড়া নির্বাচন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ আপনারা পালনের জন্য ছাগল/ভেড়া নির্বাচন/বাছাই করেন কিনা? করলে কিভাবে করেন? ▪ আমাদের দেশে ছাগল/ভেড়ার কি কি জাত আছে? ছাগল/ভেড়ার জাত বাছাই করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় বিবেচনা করেন ? প্রতিটি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন, প্রয়োজনে ধরিয়ে দিন। অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় সহায়তার মাধ্যমে পালনের জন্য সঠিক ছাগল/ভেড়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও জাত সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার করুন এবং বাস্তবে দেখিয়ে দিন।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপকরণের ব্যবহার

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-৩ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে ছাগল/ভেড়া বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ ঘর কেন প্রয়োজন? ▪ আপনারা ছাগল/ভেড়া কেমন ঘরে রাখেন? ▪ প্রাপ্তবয়স্ক একটি ছাগল/ভেড়া রাখার জন্য কতটুকু জায়গা দিতে হবে? ▪ একটি আদর্শ গোয়াল ঘর কেমন হওয়া উচিৎ? ▪ কিভাবে আমরা বর্তমান ঘরকে আদর্শ ঘরে রূপান্তরিত করতে পারি? উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারণাসমূহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করুন। ম্যানিলা পেপারে একটি আদর্শ ছাগল/ভেড়ার ঘরের নকশা উপস্থাপন করে ছাগল/ভেড়ার ঘরের আকার, আলো বাতাস চলাচলের বিষয়সমূহ এবং ঘরের মাপ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিন। কিভাবে কৃষকদের ছাগল/ভেড়ার ঘরে আলো বাতাস চলাচল এবং প্রয়োজনীয় আয়তন ঠিক রাখা যায় তা বুঝিয়ে দিন। অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে বাস্তবে একটি ঘর পরিদর্শন করুন। ঘরটিতে কি কি সুবিধা ও কি কি অসুবিধা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন এবং সে আলোকে একটি আদর্শ ছাগল/ভেড়ার ঘর তৈরির সহজ কৌশল বুঝিয়ে দিন।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপকরণের ব্যবহার

সেশন-০৩

বিষয়ঃ গবাদি প্রাণীর/পশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- গবাদি প্রাণীর বিভিন্ন খাবার সম্পর্কে জানতে পারবেন
- গবাদি প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময়ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ পেপার, মার্কার, একটি আদর্শ ছাগল/ভেড়ার ঘর

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে গবাদি প্রাণির বিভিন্ন খাবার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ ছাগল/ভেড়া সাধারণত কি কি ধরণের খাবার খায়? ▪ প্রতিদিন কতটুকু ঘাস ও খড় দিতে হয়? ▪ ছাগল/ভেড়াকে দানাদার খাদ্য কতটুকু দিতে হয়? ▪ দানাদার খাবার তৈরীতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করেন? ▪ দৈনিক কি পরিমাণ খাবার ছাগল/ভেড়াকে খাওয়ানো হয়? ধাপ-২ অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তর বের করুন, উত্তরের জন্য সময় দিন, প্রয়োজনে সহায়তা করুন। গবাদি প্রাণীর/পশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নমুনা প্রদর্শন করুন এবং উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত নিন, ধারণাগুলো পরিস্কার করুন এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন। ধাপ-৩ বিভিন্ন ধরনের আঁশ জাতীয়/দানাদার/খড় ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করুন বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ দিয়ে ছাগল/ভেড়ার এক কেজি দানাদার খাদ্য প্রশিক্ষণার্থীদের তৈরী করতে বলুন অথবা তৈরী করতে সহায়তা করুন। সেশনের সারসংক্ষেপ করে সেশন সম্পন্ন করুন।	প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

২য় দিন

সেশন-০৪

বিষয়ঃ ছাগল/ভেড়ার জন্য ঘাস চাষ

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- উন্নত জাতের ঘাস চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন
- হাতে কলমে ঘাস চাষের কৌশল শিখতে পারবেন

সময়ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ উপকরণঃ মার্কার, গবাদি প্রাণীর/পশুর বিভিন্ন প্রকার খাবারের নমুনা।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে গবাদি প্রাণীর/পশুর বিভিন্ন খাবার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ উন্নত জাতের ঘাস সম্পর্কে জানেন কি না? ▪ উন্নত জাতের ঘাস আমরা কেন খাওয়াব? ▪ কোন জমিতে কোন জাতের ঘাস ভালো হয়? ▪ কোন কোন স্থানে ঘাস চাষ করা যায়? ▪ ঘাসের কাটিং বা বীজ কিভাবে লাগাতে হয়? ▪ ঘাস জমিতে লাগানোর পর কিভাবে যত্ন নিতে হয়? ▪ ঘাস কতদিন বয়স হলে কাটতে হয়? ▪ ঘাস সংরক্ষণ প্রয়োজন আছে কিনা? ▪ সংরক্ষণ করলে কিভাবে করেন? উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন এবং সাথে আপনার ধারণাসমূহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করুন । বিভিন্ন জাতের ঘাস চাষের কৌশল আলোচনা করুন। সেশন শুরুর পূর্বে অল্প একটু জায়গায় মাটি প্রস্তুত করে বেড তৈরি করে রাখুন। সবাইকে নিয়ে বেড প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করে এক বা দু জাতের ঘাসের কাটিং/বীজ বপন করুন এবং প্রয়োজনে পানি দিন ।	প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

সেশন-০৫

বিষয়ঃ ছাগী/ভেড়ীর যত্ন এবং দুগ্ধবতী ছাগী/ভেড়ীর যত্ন

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ছাগী/ভেড়ীর যত্ন এবং দুগ্ধবতী ছাগী/ভেড়ীর যত্ন সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময়ঃ ২ ঘণ্টা

প্রশিক্ষণ উপকরণঃ মার্কার, উন্নত জাতের বিভিন্ন ঘাসের নমুনা/বীজের নমুনা, আবাদের জন্য উন্নত জাতের যে কোন ঘাসের বীজ বা কাটিং, কোদাল, সার, পানি দেয়ার জন্য বালতি বা ঝরণা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে গর্ভবতী ছাগী/ভেড়ীর যত্ন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ ছাগী সাধারণত কতদিন পর পর ডাকে আসে? ▪ ডাকে আসার কত সময় পর প্রজননের জন্য নিতে হয়? ▪ ছাগী/ভেড়ীর গর্ভকালীন সময় কতদিন? ▪ গর্ভবতী অবস্থায় ছাগী/ভেড়ীর বিশেষ কোন যত্ন নিতে হয় কিনা? ▪ কেন বিশেষ যত্ন নিতে হয়? অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে গর্ভবতী ছাগী/ভেড়ীর গর্ভধারন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। তারা এই ধরণের গাভীর যত্নের ক্ষেত্রে কী করেন, তা প্রশ্ন করে জেনে সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশলটি জানিয়ে দিন।	প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও ব্যবহারিক
ধাপ - ২ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে দুগ্ধবতী ছাগী/ভেড়ীর যত্ন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ প্রসবের সময় ও পর মায়ের কি যত্ন নিতে হয়? ▪ দুধ দেয় যে ছাগী তাদের আলাদা কোন যত্নের দরকার আছে কিনা? ▪ গর্ভফুল সাধারণত কত সময়ের মাঝে পড়ে যায়? ▪ বাচ্চা প্রসবের পর ছাগী/ভেড়ীকে কোন প্রকার খাবার দেওয়া হয় কিনা? ▪ কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে? অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে দুগ্ধবতী ছাগী/ভেড়ীর যত্ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা পরিস্কার করুন। তারা এই ধরণের দুগ্ধবতী ছাগী/ভেড়ীর যত্নের ক্ষেত্রে কী করেন তা প্রশ্ন করে জেনে সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশলটি জানিয়ে দিন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নমুনা প্রদর্শন করুন এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত নিন এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপকরণের ব্যবহার

সেশন-০৬

বিষয়ঃ ছাগল/ ভেড়ার বাচ্চা পালন ব্যবস্থাপনা

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ছাগল/ ভেড়ার বাচ্চা পালন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন

সময়ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ উপকরণঃ মার্কার, ইউরিয়া সার, চিটা গুড়, পলিথিন, পানি, গর্ভবতী ছাগী/ ভেড়ী

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে ছাগল/ ভেড়ার বাচ্চা পালন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ প্রসবের পর পর বাচ্চার কি ধরণের যত্ন নিতে হয়? ▪ প্রথম শালদুধ কি করেন? জন্মের পর বাচ্চাকে কি খাওয়ান? ▪ কখন গোসল করাবেন? ▪ কতটুকু খাবার দিতে হয়? প্রতিটি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন। অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করে প্রতিটি বিষয় পরিস্কার করুন।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপকরণের ব্যবহার

৩য় দিন

সেশন-০৭

বিষয়ঃ গবাদি প্রাণীর জৈব নিরাপত্তা
গবাদি প্রাণীর রোগ পরিচিতি - বালাইয়ের লক্ষণ , প্রতিরোধ ও প্রতিকার

সেশনের উদ্দেশ্য ঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ছাগল/ ভেড়ার বিভিন্ন রোগের নাম সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং রোগ প্রতিরোধে জৈবনিরাপত্তার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময়ঃ ২ ঘণ্টা
প্রশিক্ষণ উপকরণঃ মার্কার, রোগের নমুনার ফ্লিপচার্ট, বিভিন্ন প্রকার টিকা/ঔষুধের নমুনা ম্যানিলা পেপার

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ - ১ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে ছাগল/ ভেড়ার বিভিন্ন রোগের নাম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ রোগ কি? ▪ রোগ কেন হয়? ▪ জৈব নিরাপত্তা বলতে কি বুঝায়? ▪ জৈব নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়? অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে এলাকায় ছাগল/ ভেড়ার কোন কোন রোগ বেশি দেখা যায় ম্যানিলা পেপার তার তালিকা তৈরী করুন এবং যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ নাম বাদ গিয়ে থাকে তবে সহায়িকার সহায়তা নিয়ে লিখুন। ছাগল/ভেড়া পালনে রোগ এবং রোগের প্রতিরোধে জৈবনিরাপত্তার ভূমিকা সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপকরণের ব্যবহার

সেশন-০৮

বিষয়ঃ ছাগল/ভেড়া বাজারজাতকরণ

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- কিভাবে ছাগল/ভেড়া বাজারজাত করলে লাভবান হবে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন

সময়ঃ ১ ঘণ্টা
প্রশিক্ষণ উপকরণঃ ব্যবসা পরিকল্পনার ছক, বোর্ড, মার্কার, খাতা, পেন্সিল

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ - ১ ▪ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কৃষক কিভাবে বর্তমানে ছাগল/ ভেড়া ও ষাঁড় বাজারজাত করেন এবং বাজারজাতকরণের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করেন তা জেনে নিন। ▪ সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে বাজারজাতকরণের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ এবং কিভাবে বাজারজাত করলে কৃষক লাভবান হবেন সেই সম্পর্কে বুঝিয়ে দিন। ▪ সেশনের সারসংক্ষেপ করে সেশন সমাপ্ত করুন।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়

সেশন-০৯

বিষয়ঃ মাঠ পরিদর্শনের জন্য দল গঠন এবং পরিদর্শন নীতিমালা তৈরি করা

- পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শন,
- মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং মাঠের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন,

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- মাঠ পরিদর্শন (সফল ছাগল/ ভেড়া পালনকারীর সাথে সাক্ষাৎ) এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- মাঠ পর্যায়ের সফল অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করে ব্যবসা কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন।

সময়ঃ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ উপকরণঃ বোর্ড, চক/ পোস্টার পেপার, মার্কার, খাতা, পেন্সিল, ফ্লিপচার্ট পেপার

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ মাঠ পরিদর্শনের দল বিভাজন, মাঠ পরিদর্শন নীতিমালা ▪ অংশগ্রহণকারীগণ কেন সফল ব্যবসায়ীর খামার পরিদর্শনে যাবেন তার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। ▪ মাঠ পরিদর্শনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ৪/৫ টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা তৈরি করুন যিনি ভাল লিখতে-পড়তে পারেন। ▪ অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে মাঠ পরিদর্শনের নীতিমালা তৈরি করুন। ▪ অংশগ্রহণকারীদের মাঠ পরিদর্শনের করণীয় বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলুন।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর
ধাপ - ২ খামার পরিদর্শন । এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ২/১ দিন আগেই পরিদর্শনের জন্য ছাগল/ভেড়া পালনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাড়ি নির্ধারণ করুন; সম্ভব হলে ঐ ব্যক্তির বাড়িতে প্রশিক্ষণের স্থান নির্ধারণ করুন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অংশগ্রহণকারীদের সাথে তার ব্যবসা বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য অনুরোধ করুন। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সময় তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর প্রদানে সহায়তা করুন।	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়
ধাপ ৩ মাঠ থেকে ফেরত আসা এবং উপস্থাপন এবার প্রত্যেক দলনেতাকে তাদের দলের অভিজ্ঞতা সমূহ এক এক করে উপস্থাপন করতে বলুন। এক দলের উপস্থাপনা শেষ হলে অন্য দলের এ দলের কাছে কোন প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞাসা করতে বলুন এবং দলনেতা বা দলের অন্যান্য সদস্যকে তার উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করতে বলুন। প্রয়োজনে আপনি বলুন।	প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ, উপস্থাপন

৪র্থ দিন

সেশন ঃ ১০

বিষয়ঃ
ছাগল/ভেড়া উৎপাদন পরিকল্পনা (বাজার বিশ্লেষণ, কার্যক্রম পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণ)

সেশনের উদ্দেশ্য ঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ছাগল/ভেড়া উৎপাদন এর পরিকল্পনা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- ব্যবসায়িক প্রকল্প প্রস্তাবনা/পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় ঃ ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ ব্যবসা পরিকল্পনার ছক, বোর্ড, মার্কার, খাতা, পেন্সিল

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ গত ৩ দিনের সেশনের পুনরালোচনা। আপনি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুযায়ী গতদিন সমূহের আলোচ্য বিষয়সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা জানার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর উপর প্রশ্ন করুন ।	প্রশ্নোত্তর
ধাপ-২ প্রাসঙ্গিক ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে উৎপাদন পরিকল্পনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে- ▪ ছাগল/ভেড়াপালনে আগাম কোনো পরিকল্পনা করেন কিনা? করলে, কিভাবে করেন? ▪ কোন খাতে কত টাকা খরচ হবে? কিভাবে অর্থের জোগান হবে? তার পরিকল্পনা করেন কিনা? ▪ বাসস্থান তৈরীর কি কি উপকরণ লাগতে পারে বা এসব উপকরণ কোথায় পাওয়া যায়? তা জানি কিনা? ▪ কোন জাত নির্বাচন করব তা বিবেচনা করি কিনা? ▪ ছাগল/ভেড়াপালনে টিকা, কৃমিনাশক প্রয়োগের বিষয় বিবেচনা করি কিনা? ▪ কতটি ছাগল/ভেড়াপালন করবো বা কি পরিমাণ উৎপাদন করবো এই বিষযটি বিবেচনা করি কিনা? ▪ কি পরিমাণ খাবার, কি কি খাদ্য উপাদান লাগবে, দাম কেমন, তা বিবেচনা করি কিনা? ▪ কোথা থেকে টিকা, খাবার, ঔষধ ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করবো? দাম কত? জানি কিনা? ▪ তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন কোন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করবো? জানি কিনা? ▪ সবসময় কি আমরা কাংখিত আয়/লাভ পাব? ▪ সম্ভাব্য লাভ কত হতে পারে তা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে গবাদি প্রাণী/পশু পালনের সিদ্ধান্ত নেন কিনা? নাকি এসব বিষয় আপনারা ভাবেনই না?	উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর, অনুশীলন ও উপস্থাপনা

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
প্রতিটি প্রশ্ন করার পর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন। প্রয়োজন হলে আলোচনার সূত্র ধরিয়ে দিন। তুলনামূলকভাবে কম অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করন। অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের সাথে আপনার ধারণা যোগ করে ধারণাগুলো পরিস্কার করুন। অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে গবাদি প্রাণী/পশু পালনে উৎপাদন পরিকল্পনা করার প্রয়োজন আছে কিনা (সহায়ক তথ্যের সাহায্য নিয়ে) বিষয়টি পরিষ্কার করুন। ধাপ-৩ কিভাবে ছাগল/ভেড়ার বাজার দর যাচাই করতে হয়, তা লেখচিত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে ছক পূরণ করুন। লেখচিত্রের ধারাবাহিকতায় পেপারে ছাগল/ভেড়া পালনের কার্যক্রম পরিকল্পনা করুন এবং সর্বশেষ ধাপে নির্দেশনা ছকে আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ পূর্বক একটি পরিপূর্ণ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন (সহায়ক তথ্যের সাহায্য নিন)। পরিকল্পনাটি ব্যবহার করে কিভাবে কৃষক/কৃষাণীগণ লাভবান হতে পারে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। সহায়ক তথ্যের এর আয় ব্যয়ের ছকটি একটি ব্রাউন পেপারে তৈরী করে সেশনে নিয়ে আসবেন। এটি সেশনে প্রদর্শন করে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের নোট বই বের করে আলোচনার মাধ্যমে কি কি তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে তা দেখিয়ে দিন এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাগল/ভেড়াপালনে তথ্য সংরক্ষণের কৌশল, গুরুত্ব ও সুবিধা সমূহ সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার করুন। অধিবেশনের সার সংক্ষেপ করুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন সম্পন্ন করুন।	

সেশন ঃ ১১

বিষয়ঃ গত ৪ দিনের সেশনের পুনরালোচনা, প্রশিক্ষণার্থীর শিখন যাচাই (পারফরমেন্স টেষ্ট), প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন।

সেশনের উদ্দেশ্যঃ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ছাগল/ভেড়া পালন বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা গুলো পুনরায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবেন।
- পারফরমেন্স টেষ্ট এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করতে পারবেন।

সময়ঃ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ উপকরণঃ পারফরমেন্স শিট ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফর্ম, ব্যবসা পরিকল্পনার ছক, বোর্ড, মার্কার, খাতা, পেন্সিল

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষকের করণীয়	পদ্ধতি
ধাপ-১ গত ৪ দিনের সেশনের পুনরালোচনা। আপনি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুযায়ী গত দিনসমূহের আলোচ্য বিষয়সমূহের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা জানার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর ওপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান যাচাই করুন।	প্রশ্নোত্তর
ধাপ-২ প্রশিক্ষণার্থীর শিখন যাচাই (পারফরমেন্স টেস্ট) এবার এক এক করে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নির্ধারিত পারফরমেন্স টেস্ট শিট অনুযায়ী প্রশ্ন করুন এবং শিটের নির্দিষ্ট কলামে অংশগ্রহণকারীর পারফরমেন্স রেটিং করুন। এভাবে সকল অংশগ্রহণকারীর পারফরমেন্স রেটিং করুন।	আলোচনা, একক অনুশীলন
প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন এবার প্রত্যেককে একটি করে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফর্ম দিন এবং তা বুঝিয়ে বলুন প্রয়োজনে তা পূরণে সহায়তা করুন।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, বক্তৃতা
ধাপ-৩ প্রশিক্ষণ সমাপ্তি সকল অংশগ্রহণকারী এবং আমন্ত্রিত অতিথি থাকলে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ২/১ জনকে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে তাদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষণীয় বিষয় কীভাবে ব্যবসায় লাগাতে পারে, এ সম্পর্কে বলার জন্য আহ্বান জানান। বক্তব্য শেষে ধন্যবাদ জানান। অতিথিকে সবার উদ্দেশ্যে বলার জন্য আহ্বান জানান। বক্তব্য শেষে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। সবশেষে উপস্থিত সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।	

সহায়ক তথ্য সমূহ

অধ্যায় - ১

ছাগল/ভেড়া পালনের গুরুত্ব

ছাগল/ভেড়া পালনের গুরুত্বঃ

- আমিষের ঘাটতি পূরণের জন্য।
- ছাগলের দুধ ঔষধি কাজে ব্যবহৃত হয়।
- বাচ্চা উৎপাদনের জন্য (বছরে ২ থেকে ৬ টি বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে)
- অল্প পুঁজিতে ও অল্প জায়গায় পালন করা যায়।
- বেঁধে রেখে পালন করা যায়।
- দ্রুত বংশ বিস্তার করে।
- আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করে

অধ্যায় - ২

পালনের জন্য ছাগল/ভেড়া নির্বাচন

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ছাগলের জাতসমূহ ও এদের বৈশিষ্ট্যঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

- এই প্রজাতির ছাগলগুলো সাধারণত কালো রংঙের হয় তবে এটি বাদামী, সাদা বা ধূসর রংঙের ও হতে পারে।
- আকারে ছোট কিন্তু শরীরের গঠন শক্ত। শিং ও পা ছোট হয়।
- কানগুলো কিছুটা খাড়া খাড়া হয়।
- প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ছাগল (পাঁঠা) ২৫-৩০ কেজি এবং ছাগী ২০-২৫ কেজি হয়।
- দুধ উৎপাদন কম।
- খাবার কম লাগে কিন্তু বাচ্চা উৎপাদন হার বেশি (বছরে দুইবার গর্ভবতী হয় এবং প্রতিবার ২ - ৪ টি বাচ্চা দেয়)
- অন্যান্য জাতের তুলনায় তাড়াতাড়ি যৌন পরিপক্কতা লাভ করে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী এবং সহজেই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

যমুনা পাড়ি/ রাম ছাগল

- এই প্রজাতির ছাগলগুলো বিভিন্ন রংয়ের হলেও সাধারণত ঘাড় ও মাথার দিকে কিছুটা সাদা থাকে।
- নাকটা একটু উঁচু ধরনের হয় এবং কান দুটো অনেক লম্বা ও ঝুলানো হয়ে থাকে।
- শিং ও পা তুলনামূলক লম্বা হয়।
- প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ছাগল ১২০ কেজি এবং নারী ৯০ কেজি পর্যন্ত হয়।
- দুধের ওলান ও বাট বেশ বড় হয় এবং বেশভালো পরিমাণ দুধ পাওয়া যায়।
- এই ছাগল দুধ এবং মাংস উভয়ের জন্যই পালন করা হয়।

অধ্যায় - ৩

ছাগল/ভেড়ার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

বাসস্থানঃ যেখানে প্রাণী/পশুকে নিরাপদে ও আরামে থাকতে দেয়া হয় তারই নাম বাসস্থান।

বাসস্থান কেন দরকারঃ

- বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য
- রাত্রি যাপন করার জন্য
- বিভিন্ন বন্য প্রাণী এবং চোর ও দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য
- আরামদায়ক পরিবেশ প্রদান করার জন্য
- ঝড়, বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য
- সহজে পরিচর্যা করার সুবিধার জন্য
- সহজে খাদ্য প্রদানের সুবিধার জন্য
- বিশ্রামের জন্য
- রোগ প্রতিরোধের জন্য

আদর্শ ঘরের বৈশিষ্ট্যঃ

- ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করবে।
- দক্ষিণ-মুখী ঘরে আলো-বাতাস বেশি প্রবেশ করে।
- ভিটি উঁচু হবে। পয়:নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকবে।
- ঘরটি শুকনো হবে।
- স্যাঁতসেঁতে কোন ভাব থাকবেনা।
- পরিমাণ মত জায়গা থাকবে।
- দুর্গন্ধ মুক্ত হবে।
- ঘরে বৃষ্টির পানির ছাট ঢুকবেনা।

ক) আদর্শ ছাগলের বাসস্থানের জন্য বিবেচ্য বিষয়ঃ

- পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য ১০-১২ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।
- বাচ্চা ছাগলের জন্য ৪-৬ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।
- ছাগলের বাসস্থান উঁচুজায়গায় হতে হবে। ছাগলের ঘরের মধ্যে মাচা করে দিতে হবে। শীতকালে মাচার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছিয়ে দিতে হবে এবং মাচার উপরের খোলা অংশ চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- প্রতিটি ছাগলের জন্য ঘর ২ হাত দৈর্ঘ্য, ২ হাত প্রস্থ এবং ৩-৫ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট হতে হবে এবং ১০টি ছাগলের জন্য ১০ হাত দৈর্ঘ্য ও ৪ হাত প্রস্থ মাপের ঘর প্রয়োজন।
- ছাগল পালন করার জন্য লম্বা করে দক্ষিণ-মুখী ঘর করতে হবে।
- ঘরের চারপাশে আলো-বাতাস প্রবেশ করার মত ব্যবস্থা রেখে বেড়া দিতে হবে।
- ঘরের মধ্যে ২ ফুট উঁচু করে মাচা করে দিতে হবে। মাচার কাঠ বা বাঁশের মধ্যে আধা ইঞ্চি করে ফাঁক রাখতে হবে যেন ময়লা নিচে পড়ে যায়। উঁচু মাচায় উঠতে সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।
- গর্ভবতী ছাগীর জন্য খড়কুটা দিয়ে নরম বিছানা যুক্ত করলে ভাল হয় এবং পৃথক থাকার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সপ্তাহে একবার জীবাণু নাশক দিয়ে ঘর জীবাণু মুক্ত করতে হবে।
- ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার রাখতে হবে।

ছাগলের ঘরে মাচা তৈরি করার সুবিধাঃ

- ছাগল ঠান্ডা-প্রবণ প্রাণী। অল্পতে ছাগলের ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে ছাগল মারা যেতে পারে। তাই ছাগলকে ঠান্ডা হতে বাচানোর জন্য মাচা তৈরি করতে হয়।
- মাচা ফাঁকা ফাঁকা হওয়ার কারণে পায়খানা এবং প্রস্রাব খুব সহজেই গড়িয়ে পড়ে যায়। এতে ঘর ভেজা থাকেনা এবং নোংরাও হয়না।
- ঘর পরিস্কার করা খুব সহজ হয়।
- ঘরে বাতাস ঢোকার পর্যাপ্ত জায়গা থাকায় ঘরটি শুকনো থাকে এবং কখনো অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

কিভাবে সহজেই আমরা ছাগলের বর্তমান ঘরটিকে উন্নত করতে পারিঃ

খুব সহজেই আমরা ছাগলের বর্তমান ঘরটিকে উন্নত করতে পারি। এজন্য আমাদের প্রথমেই ঘরের ভিতর ১.৫-২ ফুট উঁচু করে আধা ইঞ্চি/ এক আঙ্গুল ফাঁকা ফাঁকা করে একটি মাচা তৈরি করে ফেলতে হবে। ঘরে আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা না থাকলে জানালা কেটে আলোবাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে আমাদের বর্তমান ছাগলের ঘরটি কিছুটা উন্নত ও আধুনিক হবে।

ছাগলের ঘরের ব্যবস্থাপনাঃ

অপরিষ্কার/অপরিচ্ছন্ন বাসস্থান ছাগলের রোগের কারণ হতে পারে। ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার রাখতে হবে। বৃষ্টির পানির ছাট থেকে ঘরকে রক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শীতের সময় ঘরে বাতাস ঢোকার জায়গাগুলোতে চটের বস্তা/চট ঝুলিয়ে দিলে ঘরে ঠান্ডা বাতাস ঢুকবেনা আবার অক্সিজেনের ঘাটতিও হবেনা। ঘরের চারদিকে পলিথিন জাতীয় কিছু না ঝুলানোই ভালো কারণ এগুলো অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটাতে পারে। শীতে মাচায় পুরু করে খড় দিয়ে ছাগল রাখলে ঠান্ডা লাগবেনা। ঘরে ছাগল আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার ও পানির পাত্র দিতে হবে যেন সকল ছাগল ভালোভাবে খেতে পারে। খাবার ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

অধ্যায় - ৪

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ

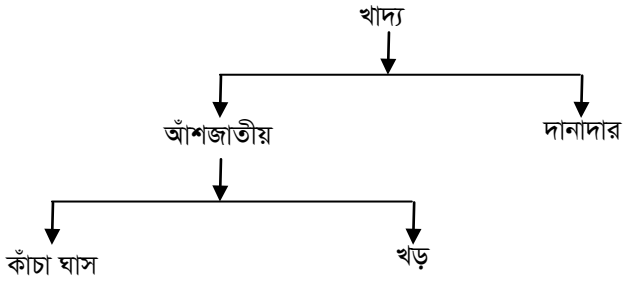

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

ছাগলের দানাদার খাদ্য তৈরি ঃ ১ কেজি দানাদার খাবার তৈরির উপাদান

১) চালের কুঁড়া---- ৫০%	৫০০ গ্রাম
২) চাল ভাঙ্গা ------ ৪২%	৪২০ গ্রাম
৩) ডালের ভুসি ---- ৫%	৫০ গ্রাম
৪) লবণ ---------- ১%	১০ গ্রাম
৫) ঝিনুক ভাঙ্গা (DCP) ২%	২০ গ্রাম
মোট	১০০০ গ্রাম/ ১ কেজি

ব্যবহারিক: সহায়তাকারী কৃষক-কৃষাণিদের দিয়ে ১ কেজি দানাদার খাবার তৈরি করে দেখাবেন

বাচ্চার খাদ্যঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল সাধারণত একাধিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তাই সবগুলো বাচ্চা যেন সমানভাবে প্রয়োজনমত দুধ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঠিকমত না খেয়াল করলে সবল বাচ্চাগুলো ইচ্ছামত দুধ খেয়ে ফেলে। এজন্য দেখা যায় দুর্বল বাচ্চাগুলো দুধ খেতে না পেয়ে অপুষ্টিতে ভুগে অকালে মারা যায়। এজন্য বাচ্চাদেরকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে খুব সজাগ থাকতে হবে।

বয়স অনুযায়ী ছাগলের বাচ্চার খাদ্যঃ

বয়স (দিন)	প্রতি কেজি ওজনের জন্য দুধ	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-১৪ দিন	১৫০ গ্রাম		
১৫-৩০ দিন	১৭৫ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩১-৪৫ দিন	২০০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ
৪৬-৬০ দিন	১৭৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৬০-৭৫ দিন	১৫০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

মায়ের দুধ ছাড়ার পর বাচ্চার খাদ্যের অবস্থা খুব জটিল পর্যায়ে থাকে। যেহেতু এসময় মাযের দুধ পায়না আবার সময়টিও বাড়ন্ত তাই খাদ্যের অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বেলায় ৪-১৪ মাস বয়সকে বাড়ন্ত সময় বলা হয়। যে সকল ছাগলকে মাংস বা বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে তাদের পুষ্টি বা খাদ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। জন্মের ২য় সপ্তাহ থেকে ছাগলকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করতে হবে।

নিম্নে বাড়ন্ত ছাগলের জন্য একটি খাদ্য তালিকা দেয়া হলঃ

ছাগলের ওজন (কেজি)	দৈনিক দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	দৈনিক ঘাস সরবরাহ/ চরানো ঘাস (কেজি)
৪ কেজি	১০০ গ্রাম	০.৪ কেজি
৬ কেজি	১৫০ গ্রাম	০.৬ কেজি
৮ কেজি	২০০ গ্রাম	০.৮ কেজি
১০ কেজি	২৫০ গ্রাম	১.০ কেজি
১২ কেজি	৩০০ গ্রাম	১.০ কেজি
১৪ কেজি	৩৫০ গ্রাম	১.৩ কেজি
১৬ কেজি	৩৫০ গ্রাম	১.৫ কেজি
১৮ কেজি	৩৫০ গ্রাম	২.০ কেজি

গর্ভবতী ছাগীর খাদ্যঃ

গর্ভবতী ছাগী পর্যাপ্ত খাদ্য দিতে হয়। তা না দিলে বাচ্চা দুর্বল হয়। এমনকি বাচ্চা মৃত প্রসব করার আশংকা থাকে। ছাগলের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, মায়ের দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায় এবং পুনরায় গর্ভধারণ করতে দেরি হয়। তাই ছাগল গর্ভবতী অবস্থায় খাদ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়।

খাসির খাদ্য সরবরাহের তালিকাঃ

ছাগল পালনকারীদের কাছে খাসির গুরুত্ব অপরিসীম। খাসি প্রথম দিক থেকেই যদি প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পায় তবে বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয় অন্যদিকে তার চেহারাও আকর্ষণীয় হয় না। ফলে ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। এজন্য ছাগল পালনের মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যায়। দুধ ছাড়ানোর পর খাসি ছাগলকে পরিমাণমত খাদ্য খাওয়ালে গড়ে দৈনিক ৫০-৬০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে এবং এক বছরের মধ্যে খাসি ১৮-২০ কেজি ওজনের হতে পারে।

নিম্নে খাসি ছাগলের জন্য একটি খাদ্য তালিকা দেয়া হলঃ

বয়স (মাস)	কাঙ্খিত ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (মিলি)
৩	৬.০	০.৪০০	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫০	১০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০০	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০০	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০০	৩০০	৪০০

দলীয়ভাবে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সুযোগ সমূহঃ

- একই সাথে ছাগল/ভেড়ার বিভিন্ন প্রকার খাবার (খৈল, কুড়া, ভুষি, লবণ, ভিটামিন, গমভাংগা/ভুট্টা ভাংগা, ডিসিপি ইত্যাদি) ক্রয় করা।
- একই সাথে উন্নত জাতের ঘাসের চাষ করা।
- যৌথভাবে খড় ও ঘাস কাটার মেশিন ক্রয় করা।

গবাদি প্রাণী পালনে যৌথ কাজের সুবিধাসমূহঃ

- পরিবহন খরচ কম হবে।
- এক সাথে ক্রয় করার ফলে ক্রয়মূল্য কম পড়বে।
- গুণগত মানের খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।
- এলাকার লোকদের গবাদি প্রাণীর খাদ্য উপকরণ ক্রয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
- কম সময়ে উপরোক্ত সেবা নিশ্চিত হবে।
- খড় ও ঘাস কাটার মেশিন ব্যবহার করলে খাদ্য অপচয় কম হবে।

অধ্যায় - ৫

ছাগল/ভেড়ার জন্য ঘাস চাষ

উন্নত জাতের ঘাস চাষ

ব্যবহারিকঃ

সহায়তাকারী একটি একটি করে ঘাসের কাটিং কৃষকদের হাতে দিয়ে উন্নত ঘাসগুলো চেনাবেন এবং হাতে কলমে তাদের দিয়ে পূর্বে প্রস্তুত করা প্লটে রোপণ করাবেন।

আলোচনাঃ

বাংলাদেশে প্রাণীর প্রধান খাদ্য যদিও ধানের খড় বা বিচালি হলেও সাথে সাথে গবাদি প্রাণীর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাদ্য হিসাবে সবুজ ঘাসের বিশেষ প্রয়োজন। এর মধ্যে উন্নত জাতের বিভিন্ন ঘাস আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায়- যাদের উৎপাদন অনেক বেশি এবং পুষ্টিমানে অনেক ভাল। ঘাসগুলো একবর্ষজীবি অথবা বহুবর্ষজীবি প্রজাতির। যেমনঃ জাম্বো, ভুট্টা, পারা, জার্মান, নেপিয়ার ইত্যাদি।

নেপিয়ার ঘাসের চাষাবাদ প্রণালী-

এই ঘাস সাধারণত হস্তী ঘাস নামেও পরিচিত। অধিক ফলনশীল উন্নতজাতের সবুজ ঘাস, বহুবর্ষজীবি ঘাস। এটি একবার চাষ করলে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়।

ঘাসের বৈশিষ্ট্যঃ

পাতা ও কান্ড দেখতে অনেকটা আখ গাছের মত। আড়াআড়িভাবে খাড়া, গোলাকার, কিছুটা কেশযুক্ত, পাতার মধ্যশিরা শক্ত, খুব সবুজ। ইহার মাথা বা কান্ড বা মুথা লাগানো অথবা রোপণ করা যায়।

ঘাসের কাটিং রোপণের নিয়মঃ

চারা বা কাটিং রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারি ২-২.৫ ফুট, চারা থেকে চারা ১-১.৫ ফুট এবং ৮-১০ ইঞ্চি গভীরে রোপণ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ১১৫-১২০ টি কাটিং রোপণ করা যায়।

সার ও সেচ পদ্ধতিঃ

জমি চাষের সময় প্রতি শতাংশে ১২-১৫ কেজি গোবর/কম্পোষ্ট সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও রাসায়নিক সার জমি তৈরির সময় প্রতি শতাংশে ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপি যথাক্রমে ২০০ঃ ৩০০ঃ ১২০ গ্রাম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর শতাংশ প্রতি ২০০-৩০০ গ্রাম ইউরিয়া সার এবং একই হারে প্রতি কাটিং ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া সার এবং একই হারে প্রতি কাটিং এরপর দুই সারির মাঝখানের মাটি আলগা করে সার প্রয়োগ করলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ১০-১৫ দিন বিরতিতে এবং শীতকালে ১৫-২০ দিন বিরতিতে পানি সেচ দিলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

ঘাস কাটার নিয়ম ও ঘাসের উৎপাদনঃ

চারা বা কাটিং রোপণের ২-২.৫ মাস পরেই ঘাস কেটে খাওয়ান যায়। ১ম কাটিং করার প্রায় ১-১.৫ মাস পরপর ঘাস পুনরায় কাটা যায়। ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস যত্ন করে কেটে খাওয়ান যায়। বৎসরে প্রায় ৮-৯ বার ঘাস কাটা যায়। বাৎসরিক শতাংশ প্রতি ৬০০ -৮০০ কেজি ঘাস উৎপাদন হয়।

ঘাস খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণঃ

ঘাস কাটার পর যেন শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অপচয় রোধ করতে ২ -৩ ইঞ্চি লম্বা করে কেটে খাওয়াতে হবে। ঘাস নিম্নমানের খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়ান যেতে পারে।

কাঁচা সবুজ ঘাস ছোট ছোট খন্ড করে শুকনা মৌসুম অথবা খাদ্য সংকটের ক্ষেএে সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা সর্বোত্তম।

পারা ঘাসের চাষাবাদ প্রণালী -

পারা ঘাসকে জলজ ঘাস অথবা মহিষ ঘাসও বলা হয়, কারণ এটি পানি প্রিয় ও স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় ভাল জন্মায়। এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল ও বিস্তৃত প্রকৃতির ঘাস।

ঘাসের বৈশিষ্ট্যঃ

এটি দ্রুতবর্ধনশীল, ছড়ানো বা পাতাবহুল, লম্বাকৃতির ঘাস। মূল বা গিঁটের সংযোগস্থল হতে চারা বা গাছ উৎপন্ন হয়। গাছ সাধারণত ৩ -৫ ফুট লম্বা, ১/২ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং পাতা ৪ -১০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মাটির ধরণঃ

জলাবদ্ধ, লবণাক্ত, পাহাড়ি ঢালসহ উঁচু, নীচু সব ধরণের মাটিতে চাষাবাদ করে ভাল ফলন পাওয়া যায়। গাছের নীচে, অধিক স্যাঁতসেঁতে, জলাবদ্ধ এবং বন্যা প্লাবিত জমিতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। ঝোপ-ঝাড়ের আশেপাশে, রাস্তার ধারে বা কিনারায়, খালের পাড়ে বা বেড়ি বাঁধের পতিত জমিতে এই ঘাসের আশানুরূপ ফলন সম্ভব।

জমি তৈরীঃ

জমির আগাছা দূর করার জন্য কমপক্ষে ২ -৩ টি চাষ দিতে হবে। নিচু জমিতে আগাছা নষ্ট করার জন্য চাষের পূর্বে মই দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। চূড়ান্ত চাষের পূর্বে প্রতি শতাংশে ১০ -১৫ কেজি গোবর অথবা খামারজাত পচা আবর্জনা সরবরাহ করলে ভাল ফলন আশা করা যায়।

চাষ প্রণালী ও সময়ঃ

যে কোন সময় তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বা বর্ষার পূর্বে রোপণ করা উত্তম। এছাড়াও জমি ভেজা থাকলে অথবা পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে চৈত্র মাসেও করা সম্ভব। এই ঘাস শীত সহ্য করতে পারে না। এজন্য শীতকালে বৃদ্ধি কম হয়। বীজ হিসাবে শিকড়সহ কান্ড বা গাছ ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক কাটিং বা কান্ডে কমপক্ষে ২ -৩ টি গিঁট থাকতে হবে। যদি জমি ভেজা হয় তবে চারা শুইয়ে অথবা জমিতে পানি থাকলে কাটিং এর মাথা পানির উপর রেখে চারা কাত বা হেলান দিয়ে লাগাতে হবে।

ঘাসের কাটিং রোপণের নিয়মঃ
চারা বা কাটিং রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারি ২-২.৫০ ফুট চারা থেকে ১-১.৫ ফুট এবং ৮-১২ ইঞ্চি গভীরে রোপণ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ১১৫-১২০ টি কাটিং রোপণ করা যায়।

সার ও সেচ প্রয়োগ পদ্ধতিঃ
জমি তৈরি করার সময় প্রতি শতাংশে ১৫-২০ কেজি গোবর সার অথবা কম্পোষ্ট প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও জমি তৈরির সময় প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ৩০০ গ্রাম এবং এমওপি ১২০ গ্রাম প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর এবং প্রতি কাটিং এরপর শতাংশ প্রতি ২০০-৩০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘাস কাটার নিয়ম ও ঘাসের উৎপাদনঃ
ঘাস চাষের প্রায় ২ মাস পরেই ঘাস কেটে খাওয়ানোর উপযোগী হয়। এরপর গ্রীষ্মকালে ৩০-৩৫ দিন পরপর, শীতকালে ৩৫-৪৫ দিন পরপর ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়। তবে ঘাসের উৎপাদন ও কাটিং সংগ্রহ অবশ্যই ভাল সার ও সেচ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। প্রতি বৎসরে প্রায় ৮-১০ বার ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়।
ভাল চাষাবাদ, সার ও সেচ প্রয়োগ করলে বাৎসরিক শতাংশ প্রতি ৬০০-৮০০ কেজি ঘাস উৎপাদন সম্ভব।

ঘাস খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণঃ
পারা ঘাস চাষের ১ মাস পর কেটে খাওয়ানোর উপযোগী হয়। তবে যেহেতু এটি লতা জাতীয় ঘাস তাই গবাদি প্রাণী চরিয়েও খাওয়ানো সম্ভব। তবে অপচয় রোধের জন্য কেটে খাওয়ানো উত্তম। এই ঘাস অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে রৌদ্রে শুকিয়ে বা সাইলেজ আকারে সংরক্ষণ করা যায়।

জার্মান ঘাসের চাষাবাদ প্রণালী -
এটি একটি পানি প্রিয়, বহুবর্ষজীবি, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘাস। লতার মত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘাসের বৈশিষ্ট্যঃ
ঘাসটি মূলত লতার মত। কান্ড গোলাকার ও ভিতরটা ফাঁপা। পাতা লম্বা ও মসৃণ। এর কান্ড বা মূলসহ কান্ড রোপণ করা যায়। এই ঘাস শীত সহ্য করতে পারে না বিধায় শীতকালে উৎপাদন কম হয়। সাধারণত ৫-৭ ফুট লম্বা, ১ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ১-২ ফুট পাতা বিশিষ্ট হয়।

মাটির ধরণঃ
প্রায় সব ধরণের মাটি যেমন উঁচু, নীচু, ঢালু, জলাবদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে এবং পতিত জমিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরীঃ
জমির আগাছা দূর করার জন্য কমপক্ষে ২-৩ টি চাষ দিতে হবে। জমির আজেবাজে ঘাস মই দিয়ে নষ্ট করে মাটি কাদা করে এ ঘাস রোপণ করতে হবে। চূড়ান্ত চাষের পূর্বে শতাংশ প্রতি ১০-১৫ কেজি গোবর অথবা খামারজাত পঁচা আবর্জনা সরবরাহ করলে ভাল ফসল আশা করা যায়।

চাষ প্রণালী ও সময়ঃ

সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস বা বর্ষার সময় অথবা সেচের সুবিধা থাকলে শুষ্ক মৌসুমেও রোপণ করা যায়। বীজ হিসাবে কান্ড বা গোড়াসহ কান্ড ব্যবহার করা যায়। প্রতি কাটিং বা চারায় ২-৩ টি গিঁট থাকতে হবে। রসযুক্ত বা কাদাযুক্ত মাটিতে রোপণ করলে শুইয়ে অথবা পানিযুক্ত মাটিতে রোপণ করলে ৪৫° ডিগ্রি কোণে হেলান দিয়ে কাটিং এর মাথা পানির ওপর রাখতে হবে।

ঘাসের কাটিং রোপণের নিয়মঃ

এই ঘাস সারিবদ্ধ বা সারি ছাড়াও রোপণ করা যায়। সারি থেকে সারি ২.৫০-৩.০০ ফুট, কাটিং থেকে কাটিং ১.০০-১.৫০ ফুট এবং ৮-১২ ইঞ্চি গভীরে কাটিং রোপণ করতে হবে।

সার ও সেচের পদ্ধতিঃ

জমি প্রস্তুত করার সময় শতাংশ প্রতি ১৫-২০ কেজি গোবর সার অথবা কম্পোষ্ট প্রাথমিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া জমি তৈরির সময় শতাংশ প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং প্রতি কাটিং এরপর শতাংশ প্রতি ১৫০-২০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এছাড়াও গ্রীষ্মকালে ১/২ মাস পরপর পানি সেচের বিশেষ প্রয়োজন।

ঘাস কাটার নিয়ম ও উৎপাদনঃ

চাষের ২-৩ মাসের মধ্যে প্রথমবার কাটা যায় এবং পরবর্তীতে ৩-৪ সপ্তাহ পরপর ঘাস কাটা যায়। বৎসরে ৮-১০ বার গবাদি প্রাণীকে ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়।

বাৎসরিক উৎপাদন শতাংশ প্রতি প্রায় ৫০০-৬০০ কেজি।

ঘাস খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণঃ

এই ঘাস ৩-৪ সপ্তাহ পরপর গবাদি প্রাণীকে কেটে খাওয়ানো যায়। ছোট ছোট টুকরা করে খাওয়ালে অপচয় কম হয়। ঘাসে জলীয় অংশের পরিমাণ বেশী থাকায় খড়ের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়ানো যায়। ঘাস উৎপাদন বেশী হলে সাইলেজ বা তৈরী করে সংরক্ষণ করে খাওয়ানো যায়।

অধ্যায় - ৬

ছাগী/ভেড়ীর যত্ন

ছাগী সাধারণত প্রতি ১৮-২৪ দিন বা গড়ে ২১ দিন পর পর ডাকে আসে এবং ডাক সাধারণত ১২- ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ডাক শুরু হওয়ার ১২ ঘন্টা পর থেকে পাল দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ছাগল গর্ভবতী হয়। ১২ ঘণ্টার পর এবং ১৮ ঘণ্টার পূর্বে প্রজনন করানো উত্তম। ছাগল ১৪৮ দিন বাচ্চা গর্ভে ধারণের পর প্রসব করে। ছাগলের গর্ভাবস্থার বয়স অনুযায়ী ছাগলের খাদ্য এবং যত্নের প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রতিটি ছাগলের প্রজননের সঠিক তারিখ জানা দরকার।

গর্ভবতী ছাগলের যত্নঃ

- গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে গর্ভবতী ছাগলকে অন্যান্য ছাগল থেকে আলাদা রাখতে হবে। কারণ গর্ভাবস্থায় এক সাথে রাখলে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঠাসাঠাসিতে গর্ভবতী ছাগীর মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ের ১-২ মাস ভ্রুণ খুব দ্রুত বাড়ে। এসময় ছাগলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও গর্ভস্থ বাচ্চার স্বাভাবিক বৃদ্ধি অক্ষুন্ন রাখার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য ও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়।
- গর্ভাবস্থায় ছাগীর খাদ্যে আমিষ এবং খনিজের পরিমাণ যেন স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশী থাকে।
- নামানো-উঠানোর সময় আলাদা নামতে হবে।
- রাস্তার ঢালে ঘাস খাওয়ানো যাবে না।
- গর্ভবতী ছাগীর যেন ঠান্ডা না লাগে তার বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। শীতের দিনে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের ২-৩ দিন পূর্বে ছাগীকে আলাদা প্রসব ঘরে রাখতে হবে। ঘর পরিস্কার, খড়ের ভালো বিছানা এবং জীবাণুমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- অনেক সময় প্রসবে জটিলতা দেখা দেয়। তাই বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়।

অধ্যায় - ৭

দুগ্ধবতী ছাগী/ভেড়ীর যত্ন

প্রসবের পরপরই ছাগীর যত্নঃ

- বাচ্চা প্রসবকালীন সময় ছাগীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনা ও খোলামেলা আলো-বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে রাখতে হবে। নতুবা বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বাচ্চার জন্মের ৮-১২ ঘন্টার মধ্যে সাধারণত ছাগীর ফুল পড়ে যায়, না পড়লে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- ছাগীকে প্রচুর পরিমাণ পরিস্কার পানি এবং সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হবে। পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত (পূর্বে বর্ণিত) প্রসবের পর তাড়াতাড়ি পুনরায় গর্ভবর্তী হতে সাহায্য করে।
- গোসল করানো যাবে না বরং শুকনা পরিস্কার কাপড় উষ্ণ গরম পানিতে ভিজিয়ে গা মুছে দিতে হবে।
- শীতের দিনে গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রসবের পরপরই বাছুরের বা ছাগলের বাচ্চার যত্নঃ

বাচ্চার জন্মের পরে পরিস্কার কাপড় দিয়ে নাক-মুখ পরিস্কার করে দিতে হবে। এতে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় ।

- প্রসবের পর যদি ছাগলের বাচ্চার শ্বাসকষ্ট দেখা যায় তবে বাচ্চার বুকের পাজরের ওপর আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর পর চাপ দিয়ে, প্রয়োজনে নাক-মুখে ফুঁ দিয়ে বাতাস প্রয়োগের মাধ্যমে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করা যেতে পারে।
- ছাগলের বাচ্চার শরীর যেন ছাগী চেটে পরিস্কার করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- জন্মের পরই ছাগলের বাচ্চাকে গোসল করানো যাবে না। এতে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।
- জন্মের পর ছাগলের বাচ্চার নাক, চোখ, মুখ, পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তাসহ নাভিরস্থানে কোন রকম ফোলা আছে কিনা দেখে ডাক্তারের পরামর্শ নেতে হবে।
- জন্মের পর ছাগলের বাচ্চার নাভিতে অবশ্যই তুলা দিয়ে টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে।
- জন্মের ৪ ঘন্টার মধ্যে ছাগলের বাচ্চাকে অবশ্যই শাল দুধ মায়ের বাটে মুখ লাগিয়ে ৩ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।

দুগ্ধবতী ছাগীর যত্নঃ

- দুগ্ধবতী ছাগীকে সুষম খাবার দিতে হবে।
- দানাদার ও আঁশ জাতীয় উভয় প্রকার খাবার স্বাভাবিকের তুলনায় বাড়িয়ে দিতে হবে।
- বাচ্চাকে নির্দিষ্ট সময় পরপর দুধ খেতে দিতে হবে।
- ওলান পরিস্কার রাখতে হবে অন্যথায় দুধজ্বর রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।
- বাচ্চাদের জন্য ওলানে দুধ পরিমিত পরিমাণে রাখতে হবে। না হয় বাচ্চাদের বৃদ্ধি কমে যাবে।

ছাগীর খাদ্যঃ

একটি দুগ্ধবতী ছাগীকে অবশ্যই পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাসের সাথে সাথে বাড়তি দানাদার খাদ্য দিনে দুইবারে ভাগ করে খাওয়াতে হবে।

অধ্যায় - ৮

ছাগল/ভেড়ার বাচ্চা পালন ব্যবস্থাপনা

প্রসবের পর বাচ্চার যত্নঃ

নবজাতক বাচ্চা সঠিক যত্নের উপরই এদের বেড়ে উঠা ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। নবজাত বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকেনা বলে এরা রোগ সংবেদনশীল হয়। এমতাবস্থায় সামান্য যত্নের অভাবে বাচ্চার মৃত্যু হয়। তাই প্রসবের পরপরই ছাগলের বাচ্চার নিম্নোক্ত যত্ন নিতে হবে-

- বাচ্চার জন্মের পরে পরিস্কার কাপড় দিয়ে নাক-মুখ পরিস্কার করে দিতে হবে। এতে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
- প্রসবের পর যদি ছাগলের বাচ্চার শ্বাসকষ্ট দেখা যায় তবে বাচ্চার বুকের পাজরের ওপর আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর পর চাপ দিয়ে, প্রয়োজনে নাক-মুখে ফুঁ দিয়ে বাতাস প্রয়োগের মাধ্যমে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করা যেতে পারে।
- ছাগলের বাচ্চার শরীর যেন গাভী বা ছাগী চেটে পরিস্কার করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- জন্মের পরই বাচ্চাকে গোসল করানো যাবে না। এতে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।
- জন্মের পর ছাগলের বাচ্চার নাক, চোখ, মুখ, পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তাসহ নাভিরস্থানে কোন রকম ফোলা আছে কিনা দেখে ডাক্তারের পরামর্শ নেতে হবে।
- জন্মের পর বাচ্চার নাভিতে অবশ্যই তুলা দিয়ে টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে। শীত বেশি হলে তাপের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জন্মের ৪ ঘন্টার মধ্যে ছাগলের বাচ্চাকে অবশ্যই শাল দুধ মায়ের বাঁটে মুখ লাগিয়ে ৩ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।
- রাতে মায়ের কাছ থেকে আলাদা ডোলার মধ্যে রাখতে হবে এবং ২ বার মায়ের কাছে নিয়ে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাগলের বাচ্চার খাদ্যঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল সাধারণত একাধিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তাই সবগুলো বাচ্চা যেন সমানভাবে প্রয়োজনমত দুধ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঠিকমত না খেয়াল করলে সবল বাচ্চাগুলো ইচ্ছামত দুধ খেয়ে ফেলে। এজন্য দেখা যায় দুর্বল বাচ্চাগুলো দুধ খেতে না পেয়ে অপুষ্টিতে ভুগে অকালে মারা যায়। এজন্য বাচ্চাদেরকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে খুব সজাগ থাকতে হবে।

খাসি করণের গুরুত্বঃ

- মাংস উৎপাদনের জন্য।
- দাম বেশি পাওয়া যায়।
- মাংস সু-স্বাদু হয়।
- পাঠা বাচ্চাকে সাধারণত খাসি করানো হয়।

এক্ষেত্রে বাচ্চার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে তাহলে ৭-১৪ দিনের মধ্যে খাসি করানো যেতে পারে। আর ভাল না হলে ১৫-৩০ দিনের মধ্যে খাসি করাতে হবে। বেশী বয়সে খাসি করলে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

খাসি করানো পদ্ধতি ২ ধরণেরঃ

- পুরুষ বাচ্চা অন্ডকোষ নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমেঃ অন্ডকোষ ২টিতে বহনকারী শিরা, ধমনী ও অন্যান্য নালি চেপে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়।
- অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে অন্ডকোষ ২টি অপসারণের মাধ্যমেঃ অস্ত্রপাচারের পূর্বে অবশ্যই টি টি ইনজেকশন দিয়ে নিতে হবে। নতুবা বাচ্চার টিটেনাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে কোন ভাবেই হোক না কেন প্রাণী হাসপাতালে গিয়ে বা দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে অস্ত্রপাচার করাতে হবে। নতুবা অনাকাংখিত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

খাসি করার পর যত্ন ও সতর্কতাঃ

- খাসি-করণের পূর্বে অবশ্যই ছাগলকে টি টি দিয়ে নিতে হবে।
- খাসিকরণের পর বাচ্চাকে গোসল করানো বা ভেজানো যাবেনা।
- বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না। অন্তত ৩-৪ দিন বিশ্রামে রাখতে হবে। খাঁচার নিচে রাখা যেতে পারে। এতে ছুটাছুটি করতে পারবেনা।
- খাসিকৃত বাচ্চাকে শুকনো বস্তার উপর বা শুকনা জায়গায় রেখে নিয়মিত খাদ্য ও পানি দিতে হবে।
- বাসস্থানের জায়গা পরিস্কার রাখতে হবে। কোন কিছুর খোঁচা যাতে না লাগে সে দিক খেয়াল রাখতে হবে।
- এভাবে অন্তত চার-পাঁচ দিন রাখলে বাচ্চা স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

খাসির খাদ্যঃ

- দৈনিক প্রাপ্ত বয়স্ক খাসির জন্য ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড়। ১০ কেজি ওজনের ছাগলের জন্য ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড় ১০০ গ্রাম।
- কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাবার অন্য ছাগলের মতই দিতে হবে।

অধ্যায় - ৯

রোগ পরিচিতি ও জৈব নিরাপত্তা

ছাগলের প্রধান প্রধান রোগঃ পিপিআর /গোট প্লেগ, কৃমি, চর্মরোগ (নোনায় ধরা), ক্ষুরা রোগ, তড়কা

জৈব নিরাপত্তাঃ

জৈব নিরাপত্তা বলতে ছাগলের খামারে রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে ছাগলকে রোগমুক্ত বা নিরাপদ রাখার একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়। জৈব নিরাপত্তা খামার ব্যবস্থাপনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে খামারের জৈব নিরাপত্তা/বায়োসিকিউরিটি যত ভাল, তার ব্যবস্থাপনা তত হবে সহজ।

জৈব নিরাপত্তা/বায়োসিকিউরিটির তিনটি প্রধান করণীয় হচ্ছে-

১. খামারের বা ঘরের জীবাণু জীবাণুনাশক দিয়ে ধ্বংস করা ।
২. বাহির থেকে যাতে জীবাণু ছাগলের ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।
৩. ছাগলকে টিকা দিয়ে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।

আর এজন্য নিয়মিত টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ছাগল/ভেড়ার বিভিন্ন রোগ

পি.পি.আরঃ এটি একটি ভাইরাস জনিত রোগ। পিপিআর একটি মারাক্তক সংক্রামক রোগ। এ রোগের জীবাণু ছাগলের দেহে প্রবেশের ৪-৫ দিন পর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দেখা যায়।

- ঝিম ধরে ও পেটে ব্যথার জন্য পিঠ বাঁকা করে দাড়িয়ে থাকে।
- নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল নিঃসরণ হয়।
- শরীরের তাপমাত্রা ১০৪°-১০৫° ডিগ্রি ফাঃ পর্যন্ত বেড়ে যায় ও ৪-৫ দিন পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে থাকে। পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া শুরু হয়। মলের রং হয় গাঢ় বাদামি। মাঝে মধ্যে রক্ত মিশ্রিত আম থাকতে পারে।
- ব্যাপকভাবে নিউমোনিয়া দেখা যায় এবং নাকের পথ বন্ধ হয়ে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- রোগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা করানো না হলে ৩-৮ দিনের মাথায় ছাগল মারা যায়।

প্রতিকারঃ

- রোগাক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা করে খুব একটা ভাল ফল পাওয়া যায় না ।
- এন্টিবায়োটিক-ষ্ট্রেপটোমাইসিন ৫ সিসি করে এবং গাট অ্যাকটিং হিসাবে Sulfadimidin - ১/২ bolus ৩-৫ দিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ এড়াতে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানের সাথে পরামর্শ ক্রমে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যাবে।
- পানি শূন্যতা পূরণের জন্য স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধঃ

- বাচ্চার তিন মাস বয়সের পর ১ মিলি PPR রোগের টিকা চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে ১ বছর পর পর প্রয়োগ করতে হবে।
- গর্ভবস্থায়ও টিকা দেয়া যায়। তবে গর্ভের মাঝামাঝি অবস্থায় দেয়া ভাল।

কৃমিঃ বিভিন্ন ধরণের কৃমি দ্বারা ছাগল/ভেড়া আক্রান্ত হতে পারে। এ গুলো অন্তঃপরজীবী। ছাগলের দেহের খাবারে ভাগ বসিয়ে এরা প্রাণীকে দুর্বল করে দেয়। তাই সকল ছাগলকে ৩-৪ মাস পরপর নির্ধারিত মাত্রায় কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

রোগের লক্ষণসমূহঃ

- ক্ষিধে কমে যায়, ছাগলের লোম উশকো-খুশকো হয়ে যায় এবং ছাগল শুকিয়ে যায়।
- বদ হজম হয়। বদহজম হওয়ার কারণে ছাগলের চিরাচরিত গুটির মত পায়খানা হয় না।
- চোয়াল ও পেটের নিচের দিকে ফুলে যায়।

প্রতিকারঃ

- প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য ৪-৮ মি:গ্রা: পাইপেরজিন অথবা ৫-১০ মি:গ্রা: এলবেন্ডাজল।
- চ্যাপ্টা বা ফিতা কৃমির জন্য ১০-১২ মি:গ্রা:/ কেজি ফেনবেন্ডাজল।

প্রতিরোধঃ

- ঋতু ভিত্তিক কৃমিনাশক খাওয়ানো।
- জলাশয়ের কাছের ঘাস কম খাওয়ানো।

চর্মরোগ (নোনায় ধরা) ঃ সারকোপটিক বা সরোপটিক মাইট নামক একপ্রকার বহিঃ পরজীবি দিয়ে হয়ে থাকে।

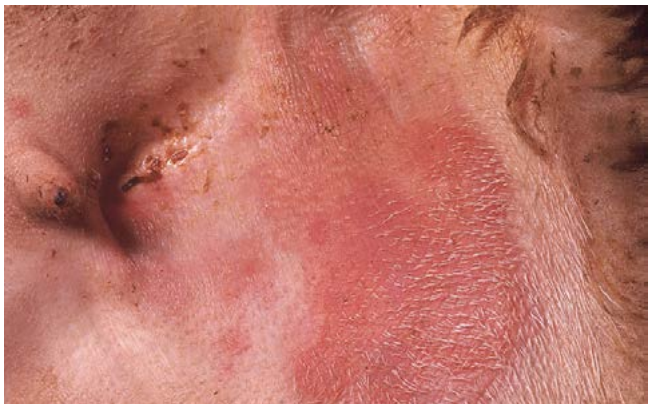

রোগের লক্ষণসমূহঃ ছাগলের গায়ে প্রচন্ড চুলকানি হয়। চামড়ার লোম উঠে যায় এবং তা মোটা ও খসখসে হয়ে যায়।

প্রতিরোধঃ ছাগল এবং বাসস্থানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা চর্মরোগ হতে ছাগলকে কিছুটা রক্ষা করতে পারে এবং জৈব নিরাপত্তার বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে।

চিকিৎসাঃ ছাগলকে ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে ২-৩ দিন পরপর ডিপিং/গোসল করাতে হবে। আইভারম্যাকটিন জাতীয় ইঞ্জেকশন বা ড্রপ ব্যবহার করেও বহিঃ পরজীবি দমন করা যায়।

ক্ষুরারোগঃ (FMD/Foot and mouth disease)ঃ এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ।

লক্ষণঃ

- মুখে জিহ্বা এবং পায়ের খুরার ফাঁকে ঘা দেখে খুব সহজেই বুঝা যায়।
- পায়ের খুরায় ঘা হওয়ায় হাটতে পারে না।
- মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
- জ্বর হয় (১০৫°-১০৬° ডিগ্রী)।
- প্রাণী কিছু খেতে পারে না। দুধ উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিরোধঃ এফএমডি টিকা প্রদানের মাধ্যমে।

প্রতিকারঃ

- দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রামক ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিতে হবে।
- পটাশ অথবা খাবার সোডা পানিতে মিশিয়ে মুখ এবং খুরার মাঝের ঘা ধুয়ে দিতে হবে।
- মাছি যাতে ঘায়ে না বসতে পারে তাই ঘায়ের আশেপাশে তারপিন তেল অথবা রসুন ছেচে সরিষার তেলের সাথে হালকা গরম করে লাগানো যেতে পারে।

তড়কা রোগঃ (Anthrax)ঃ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

লক্ষণঃ

- শরীরের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় (১০৪°-১০৬° ডিগ্রী)
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রাণী মারা যায়।
- মরা প্রাণীর প্রস্রাব - পায়খানার রাস্তা দিয়ে আলকাতরার মত কালো রক্ত বের হয়।
- পেট ফুলে ওঠে ও মৃতদেহে দ্রুত পচন ধরে।

প্রতিকারঃ

- খুব তাড়াতাড়ি এন্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিতে হবে।
- একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিরোধঃ

- বছরে একবার টিকা প্রদান করতে হবে।

সুস্থ অবস্থায় ছাগলের টিকা ও ঔষধ প্রদান তালিকা

টিকার নাম	প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি	দেওয়ার বয়স	মন্তব্য
পিপিআর	১ মিলি	চামড়ার নিচে ইনজেকশন	৩ মাস বয়সে	প্রতি বছর
৬ মাস পর পর				
ক্ষুরা রোগ	২ মিলি	চামড়ার নিচে ইনজেকশন	৬ মাস বয়সে	প্রতি বছর
৪-৬ মাস পর পর				
এনথ্রাক্স / তড়কা	১ মিলি	চামড়ার নিচে ইনজেকশন	৬ মাস বয়সে	প্রতি বছর
কৃমি	প্রস্তুতকারকের নিয়ম অনুযায়ী	খাওয়াতে হবে	৩ মাস	প্রতি ৪ মাস পরপর

গবাদি প্রাণীর রোগ প্রতিরোধে যৌথ কাজের সুযোগ সমূহঃ

- একই সাথে ছাগল/ভেড়ার জন্য কৃমি ঔষধ, জীবাণুনাশক, ভিটামিন, ডিসিপি, সেলাইন, এনোরা/এনোরেকসন ইত্যাদি ক্রয় করা
- একই সাথে ছাগল/ভেড়ার টিকা প্রদান করা
- একই সাথে উন্নত জাতের ঘাস চাষ করা
- প্রাণীসম্পদ অফিস/অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা নেয়া।

গবাদি প্রাণীর রোগ প্রতিরোধে যৌথ কাজের সুবিধাসমূহঃ

- পরিবহন খরচ কম হবে
- এক সাথে ক্রয় করার ফলে ক্রয়মূল্য কম পড়বে

- গুণগত মানের ওষুধ ক্রয় করা সম্ভব হবে
- একই সাথে টিকা প্রদান করার ফলে এলাকার রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাবে এবং খরচ কম পড়বে
- এলাকার লোকদের রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে
- কম সময়ে উপরোক্ত সেবা নিশ্চিত হবে

গবাদি প্রাণীর রোগ প্রতিরোধে দলীয় সদস্যের করণীয়ঃ

- দলীয় ভাবে প্রাণীসম্পদ অফিস/অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে এলাকায় টিকা প্রদানের সুযোগ করে দেয়া।
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে দলীয় সদস্যদেরকে প্রদান করা অথবা মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
- দলীয় সদস্যগণ নিদিষ্ট তারিখে ছাগল/ভেড়া একত্রিত করণের মাধ্যমে টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান করতে সহায়তা করা।
- টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর তথ্য কৃষকদের নোট বুকে সংরক্ষণের করা।

অধ্যায় - ১০

ছাগল/ভেড়া বাজারজাতকরণ

বাজারজাতকরণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- উৎপাদনের কোন পর্যায়ে বাজার দর বেশী থাকে
- কোন সময় বাজার দর বেশী থাকে
- পণ্যের পরিমাণ
- পণ্যের গুণাগুণ
- পণ্যকে ক্রেতার নিকট আকৃষ্ট করার কৌশল
- পণ্যের মূল্য সংযোজন
- বাজারের চাহিদা
- বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি

দুধ বাজারজাতকরণঃ

সকালে দোয়ানো দুধে চর্বির পরিমাণ কম থাকে এবং বিকালে দোয়ানো দুধে চর্বির পরিমাণ বেশী হয়। তাই যে জায়গায় দুধের চর্বি মেপে দুধ কেনা বেচা হয় সেখানে সকালে একটু কম দুধ দুইয়ে বিকালে বেশি দোয়ানো ঠিক হবে। দুধ পরিবহনের সময় যেন দুধ ফেটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে (দুধ পরিবহন করার সময় পরিস্কার খেজুর পাতা বা নারিকেল পাতা ব্যবহার করা হয়)। দুধ ঠান্ডা অবস্থায় পরিবহন করলে বেশীক্ষণ ভালো থাকে।

ছাগল বাজারজাতকরণঃ

বাজার যাচাই করে যখন বাজারদর বেশী থাকে তখন ছাগল বা খাসি বাজারে নিয়ে যাওয়া। বাজারে তোলার আগে খড়কুটা দিয়ে গা ঘসে বাড়তি লোম ফেলে দিন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে নিন, এক থেকে দেড় বছর বয়স্ক খাসি এবং ২-৪ বছর বয়স্ক মোটাতাজাকৃত খাসি বাজারজাতকরণের জন্য উপযুক্ত।

গবাদি প্রাণীর বাজারজাতকরণে যৌথ কাজের সুযোগ সমূহঃ

- একই সাথে ছাগল/ভেড়ার ক্রয় করা
- একই সাথে ছাগল/ভেড়ার বিক্রয় করা

গবাদি প্রাণীর বাজারজাতকরণে যৌথ কাজের সুবিধাসমূহঃ

- পরিবহন খরচ কম হবে।
- এক সাথে ক্রয় করার ফলে ক্রয়মূল্য কম পড়বে।
- এক সাথে বিক্রয় করার ফলে দাম বেশী পাওয়া যাবে।
- এলাকার লোকদের ছাগল যৌথ বাজারজাতকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
- কম সময়ে উপরোক্ত সেবা নিশ্চিত হবে।

গবাদি প্রাণীর বাজারজাতকরণে এফএফ ও দলীয় সদস্য এর করণীয়

- দলের সদস্যগণ একসাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের ছাগল/ভেড়া ও দুধের দাম জানা।
- ছাগল/ভেড়া ও দুধের তথ্য কৃষকের নোট বই এ সংরক্ষণ করা।

অধ্যায় - ১১

ছাগল/ভেড়ার পালন পরিকল্পনা (কার্যক্রম পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণ)

উৎপাদন পরিকল্পনা কি?

উৎপাদন পরিকল্পনা হলো ফসল উৎপাদনের একটি রুপরেখা । কোন সময়ে ফসল চাষ করলে গুণগত উপকরণের প্রাপ্যতা, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, বাজার, ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ফসল উৎপাদন করে সর্বোচ্চ লাভ পাওয়া যায় তাই হলো উৎপাদন পরিকল্পনা। গবাদি ছাগল/ভেড়া/দুধের বাজারমূল্য বছরের সবসময় সমান থাকে না। কখনো বেশী বা কখনো কম থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন কারনে গবাদি ছাগল/ভেড়া/দুধের বাজারমূল্য উঠা নামা করে থাকে। বাজারে ছাগল/ভেড়ার দুধের এই দাম উঠা নামা করার কারণসমূহের মধ্যে যেমন; ঈদ, রমজান, পিকনিক বা অন্যান্য উৎসবকালীন সময় বা বাজারে ছাগল/ভেড়ার দুধের সরবরাহ কমে যাওয়া বা বেশী হওয়া ইত্যাদি। বছরের কোন মাসে গবাদি প্রাণীর দাম কম বা বেশী থাকে তা জেনে যদি কৃষক উৎপাদন করাতে পারে বা করে তবে সে সহজেই আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। এই জন্য বছরের কোন সময় ছাগল/ভেড়ার দুধের দাম বেশী বা কম থাকে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এবং সেই অনুযায়ী উৎপাদন শুরু করা যেন দাম বেশীর সময় তার উৎপাদিত ছাগল/ভেড়ার দুধ বাজারজাত করতে পারে। আমরা উৎপাদন পরিকল্পনা করতে শুধু বাজার মূল্যকেই বিবেচনা করলে হবেনা তার সাথে আরও কিছু জরুরি বিষয় বিবেচনা করতে হবে যা নিম্নে দেয়া হলোঃ

উৎপাদন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়ঃ

- খামারির উৎপাদনের সুযোগ আছে কিনা।
- লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা।
- পুঁজি আছে কিনা, দক্ষতা আছে কিনা।
- সময়কাল উপযুক্ত কিনা।
- সমস্যা আছে কিনা।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যাবে কিনা।
- ঝুঁকি আছে কিনা।
- বাজারজাত করা যাবে কিনা/চাহিদা আছে কিনা।

বাজার বিশ্লেষণঃ

বাজার দর যাচাইয়ের লেখচিত্র বা গ্রাফ তৈরির কৌশলঃ

পেপারের নীচের দিকে একটি সমান্তরাল সরল রেখা টানুন। যাতে সমান বার ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে একটি করে বাংলা বা ইংরেজি মাসের নাম লিখুন এবং এক এক মাসের জন্য রেখাতে একটি করে বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করুন। এবার সমান্তরাল রেখার বাম প্রান্তে যেখান থেকে মাসের নাম লেখা শুরু করা হয়েছে সেখানে অপর একটি রেখা খাড়াভাবে (লম্বভাবে) টানুন। খাড়া রেখাতে বাজার দর বুঝানোর জন্য ৩টি সমান ভাগ করে চিহ্নিত করুন (সর্বোচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন মূল্য)। অংশ গ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে ১০ কেজি ওজনের ছাগলের ৩ টি মূল্য ঠিক করুন (৩০০০/-, ৩৫০০/- ও ৪০০০/-) অথবা লিটার প্রতি দুধের দাম ৩ টি মূল্য (৪০/-, ৫০/- ও ৬০/-)। ছাগল/ভেড়া উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরির সময় ধরুন ভেড়া/ছাগলের দাম বৈশাখ মাসে ৩০০০/-, তা হলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন পরিকল্পনার লেখচিত্রে খাড়া রেখার যে খানে কম মূল্য চিহ্নিত করা হয়েছে মাসের বিপরীতে সেই বরাবর একটি বিন্দু বসিয়ে চিহ্নিত করুন। ঐ ভেড়া/ছাগলের দুধের দাম জ্যৈষ্ঠ মাসে কত হবে তা জেনে মাসের নাম বরাবর উপরের দিকে মূল্য বরাবর পুনরায় অপর আর একটি বিন্দু বসান। এইভাবে বার মাসে ছাগল/ভেড়ার দুধের বিভিন্ন বাজার মূল্যের জন্য বিন্দু চিহ্নিত করুন (মোট বারটি বিন্দু) এবং পরে বিন্দুগুলিকে হাতে রেখা টেনে যুক্ত করুন। এতে করে ছাগল/ভেড়া/দুধের কোন মাসে বাজার মূল্য ওঠানামা করে তার একটি লেখচিত্র তৈরি হয়ে গেল। যা দেখে একজন সহজেই বছরের কোন মাসে ছাগল/ভেড়ার দুধের দাম বাড়ে বা কমে তা বুঝতে পারবে এবং সেই মোতাবেক উৎপাদন করতে পারবে। পরিকল্পনাটি ভালভাবে বুঝানোর জন্য বছরের কোন কোন সময় কী কী কারণে বাজার দর বেড়েছে বা কমেছে এবং কখন উৎপাদন করলে লাভবান হওয়া যাবে তা আলোচনা করুন।

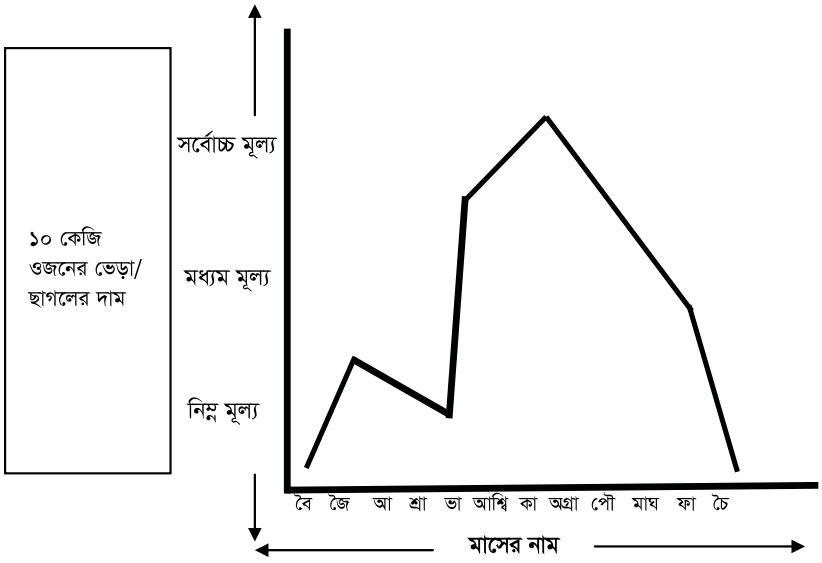

দাম বাড়ার কারণসমূহঃ
সরবরাহ কম, চাহিদা বেশী, উৎপাদন কম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিভিন্ন উৎসব (ঈদ, রমজান), বোর্ডের পরীক্ষা।

দাম কমার কারণঃ
সরবরাহ বেশী, চাহিদা কম, উৎপাদন বেশী হলে, রোগবালাই, অভাব।

কার্যক্রম পরিকল্পনা তৈরির ছকঃ

#	কার্যক্রম	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১													
২													
৩													
৪													
৫													
৬													
৭													
৮													
৯													
১০													

উৎপাদন পরিকল্পনার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

মোট ভেড়া/ছাগলের সংখ্যাঃ মোট বাজেটঃ .....টাকা

অর্থের উৎসঃ নিজস্ব .....টাকা, NGO/ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন/সুদে টাকা ধার নেয়া.....টাকা

ক্র.নং	উপকরণ/ পার্টিকুলারস্	উন্নত ব্যবস্থাপনায় ছাগল/ভেড়া পালন				উৎস	সময়/ বাস্তবায়নকাল
		পরিমাণ (সংখ্যা/ কেজি)	প্রয়োজনীয় মোট পরিমাণ (সংখ্যা/ কেজি)	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)		
১	**উপকরণ খরচ**						
১.	বাসস্থান তৈরী / মেরামত						
২.	ভেড়া/ছাগলের প্রাথমিক মূল্য						
৩.	কৃমিমুক্তকরণ খরচ (কৃমিনাশক, ভিটামিন ও রুচিবর্ধক)						
৪.	টিকা ও ওষুধ খরচ						
৫.	খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র						
৬.	ভেড়া/ছাগলের খাদ্য						
৭.	বাচ্চার খাদ্য						
৮.	খাসিকরণ খরচ						
৯.	অন্যান্য খরচঃ						
	মোট						
২	**শ্রমিক**						
ক							
খ							
	বাজারজাত করণ						
	অন্যান্য						
	মোট						
	মোট খরচ (১+২) =						
৩	**উৎপাদন**						
ক	মা ছাগল						
খ	খাসি						
	মোট আয়						
৪	মোট মুনাফা= মোট আয়- মোট খরচ						

ঝুঁকি বিশ্লেষণঃ

ছাগল পালনের ঝুঁকিসমূহ এবং ঝুঁকি হ্রাসের উপায়ঃ

ঝুঁকির ক্ষেত্র সমূহ	ফলাফল	ক্ষতির হিসাব (শতকরা পরিমাণ)	ঝুঁকি হ্রাস করার উপায়	মন্তব্য
পাঁঠা নির্বাচন সঠিকভাবে না করা	ওজন বৃদ্ধি কম হবে	২০-৩০%	সঠিক নিয়মে পাঁঠা নির্বাচন করা	
খাদ্য উপকরণের মান খারাপ এবং পরিমাণ মত না দেয়া	ওজন কম হবে উৎপাদন কম হবে	১৫-২০%	গুণগত মানের খাবার প্রদান এবং পরিমাণ মত প্রদান	
উন্নত পালন পদ্ধতি অনুসরণ না করা	উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে কাঙ্খিত মুনাফা পাওয়া যাবে না	৫-২৫%	সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও নিয়মিত কৃমি ওষুধ খাওয়ানো এবং উন্নত ব্যবস্থাপনায় পালন	
রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা না করা	মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে উৎপাদন কমে যাবে	২০-১০০%	নিয়মিত টিকা প্রদান করা এবং জৈব নিরাপত্তা পালন করা	
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	মারা যেতে পারে	২০-৫০%	উঁচু ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর	

ছাগল/ভেড়া পালনে রেকর্ড কিপিং বা তথ্য সংরক্ষণ

ছাগল/ভেড়া পালন করে লাভ ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা এবং কোন কোন জায়গায় সমস্যা ও সম্ভাবনা আছে সে ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন তথ্য লিখে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়াও ছাগল/ভেড়া জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, টিকা দেয়ার ধারাবাহিকতা এবং খরচ ও বিক্রয়ের হিসাব করে কৃষক তাঁর উপাদানের আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তথ্য সংরক্ষণ প্রয়োজন।

তথ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা

- লাভ-ক্ষতি, আয়-ব্যয় সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।
- ঝুঁকি সম্পর্কে জানা যায় ও ঝুঁকি বিবেচনা করে কৃষি ব্যবসা পরিকল্পনা করা যায়।
- উপকরণের উৎস্য ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানা যায়।
- বিক্রয় তথ্য লেখা থাকলে বাজার ও বাজার দর ওঠা-নামা সম্পর্কে জানা যায়।
- বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানা যায় এবং সমস্যা মোকাবেলায় আগাম পদক্ষেপ নেয়া যায়।
- সেবাদানকারীদের তথ্য থাকলে উপযুক্ত সময়ে তাদের সাথে যোগাযোগ সহজ হয়।
- উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশিক্ষণের কারিগরি বিষয়ের তথ্য থাকলে অনেক সমস্যার সমাধান নিজেই করা যায়।
- তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। যা যে কেউ যে কোনো সময় ব্যবহার করতে পারবে।
- সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।
- কৃষি ব্যবসার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

- গবাদি প্রাণীর (ছাগল) গর্ভকাল সম্পর্কিত তথ্য।
- খাদ্য ও উপকরণ সংক্রান্ত তথ্য।
- টাকার যোগান বা টাকার উৎসের তথ্য।
- বাজার পাইকার বা বিভিন্ন বাজার তথ্য।
- টিকা, কৃমিনাশক ও ঔষধ ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধি সংক্রান্ত তথ্য।
- নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করা/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী।
- গবাদি প্রাণীর (ছাগল) রোগাক্রান্ত হবার তথ্য।
- নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের আর্থিক ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য।
- মার্কেট এ্যাক্টর (উপকরণ বিক্রেতা) ও সেবাদানকারীদের সাথে যোগাযোগ তথ্য (মোবাইল নম্বর)।
- আয়-ব্যয়ের তথ্য ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য।

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO)

ছাগল/ভেড়া পালন ও ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা মুল্যায়ন ফরম (প্রশিক্ষক পূরণ করবেন)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম :	
প্রশিক্ষকের নাম :	
প্রশিক্ষণ স্থান :	
প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল :	পারফরমেন্স টেষ্টের তারিখ :

Performance rating (মান বন্টন): খুব ভাল (৮০-১০০), ভাল (৮০- ৬০), মোটামোটি (৫৯-৪০) দূর্বল (৪০ এর নীচে) অনুগ্রহ করে বক্সে সঠিক নম্বর দিন।

১. ছাগল/ভেড়া পালন এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানেন (০৫) ☐

২. ছাগল/ভেড়ার সব ধরনের রোগের উপসর্গ সমূহচিহ্নিতকরণ (১৫) ☐

৩. ছাগল/ভেড়া টিকাদান ও রোগনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বুঝেছেন (১০) ☐

৪. ছাগল/ভেড়ার রোগের সঠিক ওষুধ সমূহ চিহ্নিতকরণ (১০) ☐

৫. টিকা দানের নিরাপদ ব্যবস্থা সম্পর্কে বুঝেছেন ও অনুসরণ করেছেন (১০) ☐

৬. ছাগল/ভেড়ার ওষুধ সমূহ চিহ্নিত ও নিয়মাবলী বলতে পেরেছেন (১০) ☐

৭. ছাগল/ভেড়া ব্যবসার বাজার চিহ্নিতকরণের বিষয়গুলো বলতে পেরেছেন (১৫) ☐

৮. ছাগল/ভেড়া ব্যবসার লাভ-ক্ষতির সহজ হিসাব করতে পেরেছেন (১৫) ☐

৯. ছাগল/ভেড়া পালনে নিরাপত্তা বিষয়ের বিষয়গুলো বলতে পেরেছেন (১০) ☐

প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন এবং কারিগরীভাবে উত্তীর্ণ/ অনুত্তীর্ণ (সঠিক স্থানে টিক চিহ্ন দিন)।

--- ---

প্রশিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর তারিখ

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO)

উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মূল্যায়ন ফর্ম প্রশিক্ষকের নাম---------- ** অনুগ্রহ করে সঠিক বক্সে টিক চিহ্ন দিন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম---------- প্রশিক্ষণ স্থান----------মেয়াদকাল ----------

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ বিষয় সংক্রান্ত	প্রশিক্ষণ উপকরণ সংক্রান্ত	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত
১.	প্রশিক্ষণের আলোচিত বিষয়গুলো বুঝেছেন? না হলে কেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না	প্রশিক্ষণ উপকরণ কেমন ছিল? ☐ খুব কম ছিল ☐ পর্যাপ্ত ছিল ☐ অতিরিক্ত ছিল	আপনার দক্ষতার মূল্যায়নে কি টুল্‌স ব্যবহার করা হয়েছে? ব্যবহারিক অনুশীলন ☐ পারফরম্যান্স টেস্ট ☐ প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে ☐
২.	প্রশিক্ষক কি আপনাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন? কোন বিষয়ে ☐ হ্যাঁ ☐ না	প্রশিক্ষণ উপকরণগুলো কতটুকু উপযোগী ছিল? ☐ উপযোগী ছিল ☐ খুবই উপযোগী ছিল ☐ উপযোগী ছিল না	এ প্রশিক্ষণে আপনি কি সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩	প্রশিক্ষণের যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তা কি অর্জিত হয়েছে ? ☐ হ্যাঁ ☐ না	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে: প্রশিক্ষণের উপকরণ/যন্ত্রপাতি কী পরিমাণ ছিল ? ☐ অতিরিক্ত ছিল ☐ পর্যাপ্ত ছিল ☐ পর্যাপ্ত ছিল না প্রশিক্ষণের কাঁচামাল কী পরিমাণ ছিল? ☐ অতিরিক্ত ছিল ☐ পর্যাপ্ত ছিল ☐ পর্যাপ্ত ছিল না	না হলে কোন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের আরো প্রয়োজন আছে?

SWAPNO

Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities Project

Project Office:

Department of Public Health Engineering (DPHE) Bhaban

8th floor, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

www.swapno-bd.org | **www.facebook.com/swapnoproject**